

এইচ এস সি বাংলা

মাসি-পিসি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ১ বাপ-মা মরা অভাগী মেয়ে প্রতিমা দরিদ্র কাকা-কাকির কাছে বড় হয়েছে। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে অনেক কষ্টে ভাই-বিকে বিয়ে দেন কাকা। অভাগী প্রতিমা স্বশ্রুতবোধিতও সুখের নাগাল পায় না। কারণ, তার কাকার কাছ থেকে যৌতুকের টাকা আনার জন্য স্বামী-শাশুড়ি তার ওপর প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা জেনেও তার স্বামী একদিন মারধর করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। জ্ঞান ফিরে আসলে, প্রতিমা কোনোরকমে পালিয়ে কাকা-কাকীর কাছে চলে আসে। ভাইবির এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে কাকা-কাকী সিদ্ধান্ত নেয়, অমন স্বশ্রুতবোধিত তাকে আর পাঠাবে না তারা।

[ক. বো. ১৭১ এর নম্বর-৩]

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বছর বেঁচেছিলেন? ১
- খ. 'ঘুমের আয়োজন করে তৈরি হয়ে' থাকে মাসি-পিসি— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের প্রতিমার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মদিক চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিবৃপণ করো। ৩
- ঘ. "অর্থলিঙ্গা মানুষকে পরিপূর্ণ পশু করে তোলে— উদ্দীপকে ও 'মাসি-পিসি' গল্পে এ সত্যটি সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত হয়েছে"— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮ বছর বেঁচেছিলেন।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মাসি-পিসির নানারকম প্রস্তুতির দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে রাতের বেলা দুচরিত্র ও লোভী প্রতিবেশী গোকুল আত্মদিকে তুলে নিতে কয়েক জন গুণ্ডা-বদমাসকে পাঠায়। কিন্তু মাসি-পিসির দা-বাঁটি হাতে তুলে নিয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় গুণ্ডা-বদমাসদের তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তবুও এ কুচক্রীরা রাতে আবার আক্রমণ চালাতে পারে— এ আশঙ্কায় মাসি-পিসি নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। এ বিষয়টি বোঝাতে গল্পকার আলোচ্য উক্তিটি করেন।

গ. প্রেক্ষাপটের দিক থেকে উদ্দীপকের প্রতিমা ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মদিকের মাঝে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুই-ই রয়েছে।

আলোচ্য গল্পের আত্মদিক পিতৃ-মাতৃহীন এক তরুণী। বৈবাহিক জীবনে সে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। পরবর্তীতে মাসি-পিসি তার রক্ষাকারী ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়।

উদ্দীপকের পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিমা কাকা-কাকির কাছে বড় হয়েছে। বিয়ের পর প্রতিমা যৌতুকের কারণে প্রতিনিয়ত স্বামী-শাশুড়ির কাছে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়। পরবর্তীতে স্বশ্রুতবোধিত থেকে পালিয়ে এলে তার কাকা-কাকি তাকে আর ফেরত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে আলোচ্য গল্পের আত্মদিকও স্বামী কর্তৃক ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়। স্বশ্রুতবোধিত থেকে ফিরে সে মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। এদিক থেকে প্রতিমার সঙ্গে আত্মদিকের সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে বৈসাদৃশ্যের দিকটি এই যে, প্রতিমার স্বামী যৌতুকের কারণে তাকে অত্যাচার করত, আর আত্মদিকের স্বামী নেশাগ্রস্ত হওয়ায় তাকে নির্যাতন করত।

ঘ. 'মাসি-পিসি' গল্পে জগু গোকুলের অর্থলোভ বেশি প্রকাশিত হয়েছে, বলে তাদের আচরণে পাশবিক কদর্যতা দেখা যায়।

'মাসি-পিসি' গল্পে ফুটে উঠেছে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আত্মদিকে নিরাপদে রাখার জন্য মাসি-পিসির সংগ্রামের দিকটি। সমাজে টিকে থাকতে হলে নারীদের যে কত প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয় তারও রূপ ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

উদ্দীপকের প্রতিমার স্বামী ও তার পরিবার ছিল যৌতুকলোভী ও অত্যাচারী। যৌতুকের টাকার জন্য তারা প্রতিমার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। এমনকি অন্তঃসত্ত্বা জেনেও তার স্বামী তাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। এদিকে আত্মদিকের স্বামী ছিল মাদকাসক্ত। এ কারণে তার ওপর নির্যাতন চালাত সে।

অর্থলিঙ্গার দিকটি উদ্দীপকে যেভাবে উঠে এসেছে, 'মাসি-পিসি' গল্পে সেভাবে উঠে আসেনি। যৌতুকের টাকাই প্রতিমার দুর্ভোগের কারণ। কিন্তু আত্মদিকের ক্ষেত্রে স্বামীর নেশাগ্রস্ত হওয়াটাই মুখ্য। আত্মদিকের ভাগে পড়া জমির প্রতি স্বামীর জগুর লোভ ছিল বৈকি, তবে সে দিকটি এ গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠেনি। প্রতিমা ও আত্মদিক দুজনই স্বশ্রুতবোধিত থেকে নির্যাতনের শিকার হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন, অর্থলিঙ্গার দিকটি আলোচ্য গল্পে মুখ্য হয়ে ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ২ বকুল যখন স্বামীহারা হয়, তখন তার মেয়ে পারুলের বয়স দুই বছর। একদিকে অর্থকষ্ট, অপরদিকে বদলোকের কুদৃষ্টি। লোকের বাড়িতে খিয়ের কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে মেয়েটাকে বড় করে বকুল। একসময় মেয়ের বিয়েও দেয়। কিন্তু বছর না ঘুরতেই অত্যাচারী স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছেঁদ করে মায়ের কাছে ফিরে আসে পারুল। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য মেয়ে পারুল হয় বকুলের অবলম্বন। মায়ের জীবন-সংগ্রাম দেখে বড় হওয়া পারুল মায়ের চেয়ে সাহসী এবং আত্মমর্যাদাশীল। বাড়ির পাশে শাক-সবজি চাষ করে, ঘরে হাঁস-মুরগী পালন করে, ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে মা ও মেয়ে। যেকোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জীবন বলি রাখার দৃঢ় প্রত্যয় বকুল ও পারুলের চাল চলনে।

[সি. বো. ১৭১ এর নম্বর-৩]

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী? ১
- খ. 'নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে'— কার, কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের পারুলের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মদিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য দেখাও। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মাসি-পিসি' গল্পের বক্তব্য ধারণ করে।"— তোমার মতামত দাও। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম হলো প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ. নিজেকে ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মদিক।

অত্যাচারী স্বামী জগুর ঘর থেকে আত্মদিক তার মাসি-পিসির কাছে চলে আসে। কিন্তু এলাকার কিছু খারাপ লোক তার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায়। মাসি-পিসির সাথে বাজারে গেলে তারা তরিতরকারি কেনার মতো তাকেও করায়ত্ত করার জন্য মাসি-পিসির সাথে আলাপ জমায়। এ সকল কথা চিন্তা করে নিজেকে আত্মদিকের ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে।

গ. 'মাসি-পিসি' গল্পে আত্মদিকে নির্যাতিত, অসহায় ও পরনির্ভরশীল নারী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আলোচ্য গল্পের আত্মদিক স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তার মাসি-পিসির কাছে চলে আসে। নিঃস্ব ও বিধবা মাসি-পিসি নিজেকে অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আত্মদিকেও সমাজের বিরূপ পরিবেশ থেকে রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু গল্পে আত্মদিকে আত্মরক্ষার

কোনো চেষ্টা করতে দেখা যায় না। সে সবসময় ভয়ে কোণঠাসা হয়ে থাকে। জগুর মামলার হুমকিতে সে ভয় পায়। বদলোকে খারাপ দৃষ্টির কারণে নিজেকে তার নোংরা, নর্দমার মতো মনে হয়। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে মাসি-পিসির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের স্বামীহারা বকুল প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে মেয়ে পাবুলকে বড় করে তোলে। একসময় মেয়ের বিয়েও দেয় সে। কিন্তু অত্যাচারী স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মায়ের কাছে চলে আসে পাবুল। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য পাবুল বাড়ির পাশে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, কাঁথা সেলাই ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী হিসেবে সে সমাজের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। কিন্তু গল্পের আল্লাদির মধ্যে এই সাহস ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানেই আল্লাদি ও পাবুলের মধ্যে বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নারীর দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে বলে প্রণোক্ত মন্তব্যটিকে যথাযথ বলে বিবেচনা করা যায়।

আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি দুজনই নিঃস্ব ও বিধবা। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য তারা ধান ভানে, কাঁথা সেলাই করে, শাক-পাতা কুড়িয়ে শহরের বাজারে বিক্রি করে। আল্লাদি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসলে তাকে তারা পরম মমতায় আগলে রাখে। জগুর অত্যাচার ও সমাজের বদলোকে কুদৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করতে সবসময় সতর্ক থাকে।

উদ্দীপকের স্বামীহারা বকুল লোকের বাড়িতে খিয়ের কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে তার মেয়ে পাবুলকে বড় করে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর অত্যাচারের কারণে মায়ের কাছে ফিরে আসে পাবুল। সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল পাবুল সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য শাক-সবজির চাষ করে, ধান ভানে, কাঁথা সেলাই করে। সে সবরকম অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি এবং আলোচ্য উদ্দীপকের বকুল ও তার মেয়ে পাবুল সমাজের বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করে। গল্পের মাসি-পিসি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আল্লাদির সুরক্ষার জন্য সর্বদা সচেতন থাকে। উদ্দীপকের বকুলও স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ে পাবুলের সুরক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। বিয়ের পর স্বামী অত্যাচার করলে পাবুল তার মায়ের কাছে ফিরে এসে এবং মায়ের সাথে কাজ করে সাবলম্বী হওয়ার উদ্যোগ নেয়। তাই বলা যায়, জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ের দিক বিবেচনায় "উদ্দীপকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মাসি-পিসি' গল্পের বক্তব্যকে ধারণ করে"—মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩ সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

(রা. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-২।)

- ক. কার শাশুড়ি-ননদ বাঘের মতো ছিল? ১
- খ. 'মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি'—
উক্তিটি ব্যাখ্যা করে। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণগুলোর সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের
লেখকের মনোভাবের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়— এ বিষয়ে
তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মাসির শাশুড়ি-ননদ বাঘের মতো ছিল।

খ প্রণোক্ত উক্তিটিতে দুর্ভিক্ষের সময় মাসি-পিসির জীবনসংগ্রামের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। তার মধ্যে অসুস্থ আল্লাদি এসে হাজির হয় মাসি-পিসির ঘরে। খেয়ে না-খেয়ে মাসি-পিসি আল্লাদিকে সুস্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাদির অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। অন্যদিকে, চারপাশের মানুষ না-খেয়ে মরতে শুরু করে। ফলে জীবন বাঁচাতে মাসি-পিসিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মাসি-পিসির মতো যারা সে যাত্রায় বেঁচে যায়, তাদের অবস্থা বোঝাতে প্রণোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ 'মাসি-পিসি' গল্পে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নারীর জীবনসংগ্রামের রূপায়ণ ঘটেছে, যা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচ্য গল্পে মাসি ও পিসির জীবনসংগ্রামের দিকটি লক্ষণীয়। তারা সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। জীবনসংগ্রামটিকে থাকার জন্য তাদের গ্রাম থেকে তরিতরকারি শহরে নিয়ে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে হয়। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আল্লাদির অভিভাবকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আল্লাদিকে নিরাপদ রাখাকে তারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে নারীর প্রতি কবিরগভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। যুগেযুগে নারীরা সমাজ গঠনে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। সভ্যতা নির্মাণে নারী-পুরুষের অবদান সমান। তাই উদ্দীপকের কবি নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যহীন পৃথিবী প্রত্যাশা করেন। 'মাসি-পিসি' গল্পেও মাসি ও পিসির জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীর এই অবদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে উপর্যুক্ত আলোচনায় বোঝা যায়, নারীর দায়িত্বজ্ঞান, সংগ্রামী মানসিকতা ও কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণের দিক থেকে 'মাসি-পিসি' গল্প ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ 'মাসি-পিসি' গল্পে নারীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় যা, উদ্দীপকের উল্লিখিত চরণগুলোর মনোভাবের সাথে যথেষ্ট সম্পর্কিত।

আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি চরিত্র দুটি সৃষ্টির পেছনে লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি গভীর মমতায় অঙ্কন করেছেন নারীর সংগ্রামীজীবনের চিত্র। তাঁর সৃষ্ট মাসি-পিসি তাই দায়িত্বশীল ও মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে পৃথিবীর সকল মজলজনক কাজের অর্ধেক কৃতিত্ব নারীকে দেওয়া হয়েছে। এখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান দূর করে সাম্যের পৃথিবী বিনির্মাণের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতা নির্মাণে পুরুষের যতটুকু অবদান রয়েছে, সমপরিমাণ অবদান রয়েছে নারীরও। নারীর অনুপ্রেরণাতেই পুরুষ জয়ী হয়েছে বিপদসংকুল অভিযাত্রায়। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমমর্যাদা ও সমান কৃতিত্বের অধিকারী।

'মাসি-পিসি' গল্প এবং উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলে। 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য তাদের বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এই চরিত্র দুটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট মাসি-পিসির মধ্য দিয়ে সকল যুগের নারীদের সংগ্রামীজীবনের রূপায়ণ ঘটেছে। সেদিক বিবেচনায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণগুলোর সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের লেখকের মনোভাবের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৮ স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মরিশাসে চাকরি করেন। একমাত্র মেয়ে আঁখিকে পড়াশোনার জন্য ঢাকায় মামার বাড়িতে রেখেছিলেন। বাড়িতে ছিল মামা-মামি ও মামাত ভাই তরিকুল। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিমানবন্দর স্টেশনে ব্যাগের ভেতর আঁখির লাশ পাওয়া যায়। আঁখির নিখোঁজ হওয়ার পরে দাফন-কাফন সর্বত্র ছিল তরিকুলের পদচারণা। ইতোমধ্যে তরিকুল গ্রেফতার হয়েছে। স্বীকারোক্তিমূলক জনাববন্দিতে বলেছে যে, সেদিন বাসায় আঁখির মামা-মামি ছিল না। আঁখিকে একা পেয়ে সে পাশবিক নির্যাতন করে গলা টিপে হত্যা করে।

[সূত্র প্রথম আলো, তারিখ ৪ মার্চ, ২০১৮]

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. সালতি কী? ১
- খ. বুড়ো রহমান খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে আত্মাতির দিকে তাকায় কেন? ২
- গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির দায়িত্ববোধের সাথে উদ্দীপকের মামা-মামির দায়িত্ববোধের তুলনা করো? ৩
- ঘ. 'যুগের উন্নতি হলেও নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি।'— মন্তব্যটি 'মাসি-পিসি' গল্প ও উদ্দীপকের আলোকে যাচাই করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সালতি হলো শালকাঠ নির্মিত বা তালকাটের সবু ডোঙা।

খ. আত্মাতির ফ্যাকাশে মুখে নিজের মেয়ের মুখের ছাপ দেখতে পায় বলে বুড়ো রহমান খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে আত্মাতির দিকে তাকায়।

আত্মাতির মতো বুড়ো রহমানের মেয়েও স্বশ্রুতবাড়িতে নির্যাতনের শিকার। সেও স্বশ্রুতবাড়িতে ফেরত যেতে চায়নি। কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানো হলে এবং স্বশ্রুতবাড়িতেই তার মৃত্যু হয়। তাই রহমান যখন কৈলাশ ও মাসি-পিসির মধ্যে আত্মাতির, অত্যাচারী স্বামীর বাড়িতে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে কথোপকথন শোনে, তখন যে আত্মাতির ফ্যাকাশে মুখে তার মেয়ের মুখের ছাপ দেখতে পায়, তাই বারবার আত্মাতির দিকে তাকায় এবং তার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি আত্মাতির ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হলেও উদ্দীপকের মামা-মামি আঁখির ব্যাপারে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

আলোচ্য গল্পের আত্মাতি স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত এক কিশোরী যে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলে তার মাসি-পিসি তাকে আশ্রয় দেয়। মাসি-পিসি তাকে ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা দিতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয়। আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসিকে দায়িত্বশীল অভিভাবকের চরিত্রে দেখা যায়। তারা স্বশ্রুতবাড়ি থেকে চলে আসা আত্মাতিককে শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়ার পাশাপাশি তাকে সমাজের লালসা-উন্মত্ত মানুষদের কাছ থেকে নিরাপত্তাও দেয়।

উদ্দীপকের আঁখির বাবা-মা বিদেশে অবস্থান করে বলে পড়াশোনার জন্যে সে মামা-মামির বাড়িতে থাকে। এক পর্যায়ে আঁখি মামাত ভাই তরিকুলের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং খুন হয়। তার মামা-মামির মাঝে দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ছিল বলেই তারা পুত্র তরিকুলের অসৎ উদ্দেশ্য ও হীন মানসিকতার দিকটি পর্যবেক্ষণ করতে পারেনি। আঁখি নিখোঁজ হওয়ার পর তরিকুলের অতি তৎপরতা দেখেও তারা কিছু আঁচ করতে পারেনি। মা-বাবার অবর্তমানে ভাগ্নিকে বাড়িতে থাকতে দিলেও তারা তাকে নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে, উদ্দীপকের মামা-মামির দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্র ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিলেও উদ্দীপকে মামা-মামি সেদিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ঘ. যুগের উন্নতি হলেও নারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি, উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের প্রেক্ষাপটে—মন্তব্যটি যথার্থ।

'মাসি-পিসি' গল্পের কিশোরী আত্মাতি স্বামীর নির্যাতন সহ্যে না পেয়ে মাসি-পিসির কাছে চলে আসে। তখন অল্প বয়সি আত্মাতির দিকে গায়ের অনেক মানুষই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। গায়ের জোতদার, দারোগা ইত্যাদি প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মাতিককে দিয়ে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে সদা তৎপর থাকে।

উদ্দীপকের আঁখির মা-বাবা দেশে না থাকায় সে মামা-মামির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল। তার মামাত ভাই তরিকুল একদিন তাকে বাসায় একা পেয়ে পাশবিক নির্যাতন করে। পরবর্তীতে তাকে গলা টিপে হত্যা করে। এদিকে, আলোচ্য গল্পের আত্মাতি স্বশ্রুতবাড়ি ছেড়ে মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নিলে সে গায়ের লালসা উন্মত্ত মানুষদের চোখে পড়ে। কেউ ইনিয়ে বিনিয়—কেউ সরাসরি আত্মাতিককে নিজেদের লালসার শিকার করতে তৎপর হয়।

'মাসি-পিসি' গল্পটিতে আমরা এমন এক সমাজ বাস্তবতা দেখতে পাই যেখানে এক তরুণী সমাজের লালসা-উন্মত্ত মানুষদের লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়। বিবাহিত আত্মাতি স্বামীর বাড়িতে থাকছে না বলে তারা এর সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। এদিকে, উদ্দীপকের আঁখি নিজের মামাত ভাইয়েরই নোংরা লালসার শিকার হয়ে প্রাণ হারায়। এসব চিত্র নারীদের প্রতি সমাজের পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির দিকটিই তুলে ধরে। যুগের পরিবর্তন হলেও এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। তাই তো ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'মাসি-পিসি' গল্পে আমরা পুরুষের যে লোলুপ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই, ২০১৮ সালে এসেও পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে তেমনই নোংরা মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাই। তাই, প্রগোস্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ৯ যুবতী নবিতুন 'সারেং বৌ' উপন্যাসের নায়িকা। জীবিকার তাগিদে স্বামীকে দূর পথে বছরের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। চারপাশের অশুভ ইজিত তাকে যখন তখন তাড়া করে বেড়ায়। আছে দারিদ্র্য ও দুর্যোগ। আত্মবিশ্বাস, সাহস, বুদ্ধিমত্তা আর দৃঢ়তা দিয়ে সবকিছু জয় করে সে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা আর সুন্দর জীবনের স্বপ্ন তাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়।

[সিলেট ক্যাডেট কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. কে বাঘের মতো ছিল? ১
- খ. 'সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের নবিতুনের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের নবিতুন 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মাতির বিপরীত"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মাসির শাশুড়ি-ননদ বাঘের মতো ছিল।

খ. মাসি-পিসিকে ভয় দেখিয়ে আত্মাতিককে স্বামী জগুর কাছে পাঠানোর কৌশল হিসেবে কৈলাশ উক্তিটি করেছেন।

আত্মাতি স্বামীর বাড়িতে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হতো। স্বামীর নির্যাতনে তার মৃত্যুর আশঙ্কায় মাসি-পিসি তাকে স্বশ্রুতবাড়ি না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামী জগুর লোভ ছিল স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি। এ সম্পত্তি লোভে সে স্ত্রীকে ফিরে পেতে চায়। তাই সে কৈলাশকে দিয়ে মাসি-পিসিকে মামলার ভয় দেখায়।

গ উদ্দীপকের নবিত্বের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির জীবনযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

জীবন মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি আরাধ্য। জীবন ছাড়া কোনো প্রাণীই তার অস্তিত্বের পরিচয় বহন করতে পারে না। আজীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়, যা আলোচ্য উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে দেখা যায় মাসি-পিসি বিধবা ও নিরশ্রয়। স্বামীর সংসারের পাট চুকিয়ে তারা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু নিঃস্ব হয়েও তারা বসে থাকে না। বাঁচার জন্য এটা-সেটা কুড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করে। এছাড়া মানুষের বাড়ি থেকে ফলমূল ও তরিতরকারি সংগ্রহ করে শহরের বাজারে বিক্রি করে অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য তারা সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার কথা ভুলে নিরন্তর পরিশ্রম করে। মাসি-পিসির জীবন সংগ্রামের এ দিকটিরই সরল প্রকাশ রয়েছে উদ্দীপকে। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ পরিশ্রম করে। আবার সমস্ত পরিশ্রম শেষে মানুষ বাঁচার আনন্দ উপভোগ করে।

ঘ সাহসী ব্যক্তিত্বের কারণে উদ্দীপকের নবিত্ব 'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদির সম্পূর্ণ বিপরীত— মন্তব্যটি যথার্থ।

আল্লাদির স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে 'মাসি-পিসি'র কাছে চলে আসে। নিঃস্ব ও বিধবা এই দুই নারী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি চারিদিকের বিরূপ পরিবেশ থেকে আল্লাদিকেও আগলে রাখে। আল্লাদি সবসময় ভয়ে কোণঠাসা হয়ে থাকে। কৈলাসের কথায় তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য জগুর মামলা করার কথা শুনে সে ভয় পায়। বদলোকে খারাপ দৃষ্টির কারণে নিজেকে তার নোংরা, নর্দমার মতো মনে হয়। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সে 'মাসি-পিসি'র ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে 'সারেং বৌ' উপন্যাসের নায়িকা যুবতী নবিত্বের কথা বলা হয়েছে। যার অধিকাংশ সময় কাটতো জীবিকা অন্বেষণে। দারিদ্র্যতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সমাজের কতিপয় অশুভ ছায়া তার ওপর পড়তে দেখা যায়। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ও মনোবল দিয়ে সে সব ছাপিয়ে জীবন সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ছিল।

উদ্দীপকের নবিত্বের জীবন সংগ্রামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য তাকে বহুদূরে গিয়ে কাজ করতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোভী, লম্পট দুশ্চরিত্রদের তাকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হয়। দারিদ্র্য ও দুর্যোগের ঝাপটা সামাল দিতে সে কারো ওপর নির্ভরশীল ছিল না। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে সে সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় দেয় যা আল্লাদির মধ্যে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। আল্লাদির মধ্যে স্বাবলম্বিতার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। সে মাসি-পিসির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বলা যায় আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন ৬ স্বামী পরিত্যক্তা রানুকে স্নেহ-মমতা-সাহস দিয়ে আগলে রেখেছে তার খালা আনোয়ারা। আনোয়ারা বিধবা হলেও ছোটখাটো একটা ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। তার স্পর্ধা ও দৃঢ়তা দেখে এলাকার কেউ রানুর দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস পায় না।

/সাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩/

- ক. কে সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়? ১
- খ. 'কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসি-পিসি।' কেনো? ২
- গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি উঠে এসেছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে সমাজে নারীর অবস্থান বদলে যায়'— উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আল্লাদি সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টানে।

খ সাহসিকতার সাথে কর্তাবাবুর লোকদের বিতাড়িত করতে পেরে মাসি-পিসি স্বস্তিবোধ করে।

আল্লাদি স্বামীর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর গায়ের অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। প্রতিবেশী গোকুল এদের মধ্যে একজন। সে আল্লাদিকে পাওয়ার জন্য মাসি-পিসিকে নানাভাবে হাত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই সে তাদের রাজি করতে পারে না। তাই রাতের অন্ধকারে সে কর্তাবাবুর লোকজন নিয়ে আসে, যাতে কৌশলে মাসি-পিসিকে বাড়ির বাইরে বের করে সেই সুযোগে সে আল্লাদিকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাসি-পিসির সাহসিকতা ও কৌশলের কারণে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গায়ের লোকজনও দলে দলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এ কারণে মাসি-পিসি অনেকটা স্বস্তিবোধ করে।

গ উদ্দীপকে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ের দিকটি উঠে এসেছে।

'মাসি-পিসি' গল্পটি মাসি ও পিসির জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তারা সব সময় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু তারপরও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন আল্লাদির অভিভাবকত্ব পালন করে। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা বদমাশদের আক্রমণ থেকে আল্লাদিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে।

উদ্দীপকেও খালা আনোয়ারা স্বামী পরিত্যক্তা রানুকে আশ্রয় দেয়। তিনি রানুকে স্নেহ-মমতা-সাহস দিয়ে আগলে রাখে। তিনি নিজে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তিনি স্পর্ধা ও দৃঢ়তার সাথে অন্যের লোভ-লালসা থেকে রানুকে মুক্ত রাখেন। একইভাবে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি ও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার সংগ্রাম করে এবং আল্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, গল্পের নানা প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে উক্ত মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

'মাসি-পিসি' গল্পে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর করুণচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ গল্পের কাহিনীতে নারীদের ভাগ্যবিড়ম্বনার রূপ স্পষ্ট। মাসি-পিসি দুজনেই পুরুষ শাসিত সমাজে নিগ্রহের শিকার। অন্যদিকে আল্লাদিও নিয়মিত নানাভাবে স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে হয়তো বা তাদের এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, খালা আনোয়ারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে স্বামী পরিত্যক্তা রানুকে আগলে রাখতে পেরেছেন। তিনি অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী নন। তাই তার দৃঢ়তাকে সবাই ভয় পায় এবং এ জন্য রানুর দিকে কেউ লোলুপ দৃষ্টি দিতে পারে না। প্রতিকূলতার কাছে হার না মেনে তিনি প্রতিরোধের প্রত্যয়ে জীবনে এগিয়ে চলেছেন।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি আর উদ্দীপকের খালা আনোয়ারা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে। আর এ লড়াই চালিয়ে যেতে পারছে অর্থনৈতিকভাবে তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে। তারা যদি অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতো তাহলে অসহায়-নির্যাতিত নারীকে তারা আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে পারতো না। অপরদিকে গল্পের আল্লাদি ও উদ্দীপকের রানু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে এ ধরনের দুর্দশার মুখোমুখি হতে হতো না। তাহলে তারা একাই নিজের জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারতো এবং অন্যের লালসা-উন্মত্ত দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হতো। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাবে তারা কোণঠাসা হয়ে থাকে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না তারা। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলে সমাজে নারীর অবস্থান বদলে যায়, কারণ তখন সমাজের মানুষ নারীকে দুর্বলভাবে অত্যাচার করে না। এছাড়া স্বাবলম্বী নারীদের জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার দায়িত্বশীলতা ও সাহসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখে সমাজের মানুষ তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পায় না। তাই বলা যায়, আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই মানবসভ্যতা আজ এতদূর প্রসারিত। নারীকে উপেক্ষা করে কোনো সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না। নারীকে তার আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে দরকার পুরুষের সহযোগিতা। কিন্তু এই পুরুষের হীন মানসিকতার কারণেই কখনো কখনো নারীকে টিকে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। বেছে নিতে হয় কঠিন জীবন, হতে হয় সাহসী ও প্রতিবাদী।

(আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা। প্রায় নম্বর-৪)

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপ্রদত্ত নাম কী? ১
- খ. 'ছেলের মুখ দেখে পাষণ নরম হয়।'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের হীন মানসিকতার পুরুষের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের কার বা কাদের সাদৃশ্য রয়েছে? নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'মাসি-পিসি' গল্পে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম, প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ. ছেলের মুখ দেখে পাষণ পিতারও মন নরম হয়— এমন প্রসঙ্গে আল্লাদিকে উদ্দেশ্য করে পিসি আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা মানুষের একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। বদমেজাজী স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, সন্তানের প্রতি বাবা পরম দয়ালু হয়ে থাকে। তাদের পাষণ হৃদয় বরফের মতো গলে যায়। স্ত্রীর প্রতিও আর আগের মতো নিষ্ঠুর আচরণ করে না। এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে পিসি গর্ভবতী আল্লাদিকে বোঝায়। দেখিস তোর নিষ্ঠুর স্বামী জগু ছেলের মুখ দেখে নরম মেজাজের মানুষ হয়ে উঠবে। কারণ তোর পিসেও ছিল জগুর মতো পাষণ। আমার খোকাটা কোলে আসতেই সে নরম দয়ালু মানুষ হয়ে যায়।

গ. উদ্দীপকের হীন মানসিকতার পুরুষের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের জগু, গোকুল, লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের সাদৃশ্য রয়েছে।

হীন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় অনেক নারীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অকালে ঝরে যায় অনেক নারী। কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের সৃষ্ট যৌতুকের বলি হয় নারীরা। নারীদের পিছিয়ে রাখার জন্য শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নারীদের দূরে রাখা হয়। যৌতুকের কারণে স্বামীদের নিষ্ঠুরতায় নারীরা অসহায় হয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসে। এখানেও তারা নিরাপদে বাঁচতে পারে না। লালসাগ্রস্ত মানসিকতার চিত্র উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকে মানবসভ্যতার বিকাশে নারী-পুরুষের অবদানের কথা বলা হয়েছে। নারীকে উপেক্ষা করে কোনো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু সভ্যতায় অনিবার্য শক্তি এই নারীরা অনেক সময় পুরুষের হীন মানসিকতার শিকার হয়ে নির্মমভাবে জীবনযাপন করে। এমন হীন চরিত্রের কতিপয় পুরুষের কর্মকাণ্ডের কথা 'মাসি-পিসি' গল্পে বিবৃত হয়েছে। এখানে জগু একজন নিষ্ঠুর স্বামী চরিত্র। যে কিনা মাদকাসক্তে উন্মত্ত হয়ে স্ত্রী আল্লাদিকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। যৌতুকের জন্য চাপ সৃষ্টি করে পাশবিক অত্যাচার চালায়। অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাদি 'মাসি-পিসি'র নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও সে নিরাপদে থাকতে পারে না। তাকে জগু জোর করে নিয়ে যেতে চায়। লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশরা মাসি-পিসির বাড়িতে আক্রমণ চালায় আল্লাদিকে তুলে নেওয়ার জন্য। এমন নির্মম বাস্তবতায় উদ্দীপকের হীন মানসিকতার পুরুষের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের জগুদের হীন মানসিকতার সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

খ. উদ্দীপকে নারীর বেঁচে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রাম, সাহস আর প্রতিবাদের ইজিত দেওয়া হয়েছে, যা 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসির সংগ্রামী জীবনে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

হীন পুরুষতান্ত্রিকতায় নারীদের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সাহসী ও প্রতিবাদী নারী আছে, যারা পুরুষের সকল অন্যায়ের প্রতিরোধ করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। এমন বৃহৎ বাস্তবতার চিত্র উদ্দীপকটিতে হয়েছে 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি দুজনেই বিধবা নারী। অভাব অনটনের মধ্যে নিপাতিত হয়েও তারা ভেঙে পড়েনি। দুজনে মিলে সবজির ব্যবসা করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। জীবনের এই কঠিন সময়ে স্বামী নির্যাতিতা আল্লাদি ফিরে আসে তাদের কাছে। স্বামীর অত্যাচার থেকে আল্লাদিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা দুজনে শপথ নেয়। মদ্যপ স্বামী জগু বারবার নিতে চাইলেও তারা আল্লাদিকে যেতে দেয় না। বুকে আগলে রাখে। জগু মামলার ভয় দেখায়। গুন্ডা-বদমাশ ও দারোগাকে লেলিয়ে দেয় আল্লাদিকে ছিনিয়ে আনতে। জোতদার গোকুল হীন লালসায় আল্লাদির দিকে কুদৃষ্টি দেয়। এতোসব বৈরী পরিস্থিতি মাসি-পিসি সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করে। প্রতিবাদী মানসিকতায় এগিয়ে গিয়ে পুরুষদের অত্যাচার থেকে আল্লাদিকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকে পুরুষতান্ত্রিক হীন মানসিকতার শিকার নারীদের কঠিন জীবন বাস্তবতা, সাহস ও প্রতিবাদী চিত্রের সার্থক বাস্তবরূপ ঘটেছে 'মাসি-পিসি' গল্পের দুই বিধবা নারী মাসি-পিসি চরিত্রে। তারা পুরুষদের অনাচারের বিরুদ্ধে সাহসী লড়াই করে আল্লাদির ও নিজেদের জীবনকে রক্ষা করেছে। জীবন-জীবিকার তাগিদে নারী হয়েও বাজারে গিয়ে সবজি ব্যবসা পরিচালনা করেছে। নারীর সম্মান ও অস্তিত্ব রক্ষায় কঠিন জীবন বেছে নিয়ে সাহসী ও প্রতিবাদী চরিত্রের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি চরিত্র। এমন কঠিন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৮ কুড়িগ্রামের তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে নিজের বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। একজন সাধারণ নারী হয়েও দেশের দুর্দিনে বসে থাকেননি, পালিয়ে যাননি; একজন প্রকৃত বীরের মতোই সেদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে তিনি শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন।

(ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রায় নম্বর-৩)

- ক. 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'মাসি-পিসি' কেন কানাই চৌকিদারের সাথে গেল না? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে অধিকার সচেতন নারীর সংগ্রামী চেতনা ফুটে উঠেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার 'পূর্বাশা' পত্রিকায়।

খ. আল্লাদির নিরাপত্তার কথা ভেবে মাসি-পিসি কানাইয়ের সাথে কাছারিবাড়ি যেতে রাজি হয়নি।

স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আল্লাদি তার বাবার বাড়ি চলে আসে এবং মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এখানেও তার নিরাপত্তা নেই। গ্রামের জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের লালসার দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। আল্লাদির ক্ষতি করার জন্য কানাই চৌকিদার মাঝরাতে কৌশলে মাসি-পিসিকে কাছারিবাড়িতে যেতে নির্দেশ দেয়। মাসি-পিসি তার এই অসং উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। তারা আশঙ্কা করে, দুজনে একসাথে কাছারিবাড়িতে গেলে আল্লাদির বিপদ হতে পারে। তাই তারা আল্লাদিকে ঘরে একা রেখে কাছারিবাড়ি যেতে অস্বীকৃতি জানায়।

গ। সংগ্রামী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি'র সাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি ও পিসির জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে লক্ষণীয়, মাসি-পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য গ্রাম থেকে তরিতরকারি শহরে নিয়ে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে হয় তাদের। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আহ্লাদির অভিভাবকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে না।

উদ্দীপকের তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের সংকটকালীন সময়ে তিনি বীরদর্পে অস্ত্র তুলে নেন হাতে। পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের প্রতি প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে তিনি যুদ্ধে নামেন। ছিনিয়ে আনেন এ দেশের স্বাধীনতা। একইভাবে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসিও জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে। এর মূলে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সংগ্রামী মানসিকতা এদিকটিই উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ। 'মাসি-পিসি' গল্পে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারীর দৃঢ় ও সাহসী অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি দুজনই নিঃস্ব ও বিধবা। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য তারা ধান ভানে, কাঁথা সেলাই করে, শাক-পাতা কুড়িয়ে শহরের বাজারে বিক্রি করে। আহ্লাদি স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে তাকে পরম মমতায় আগলে রাখে। জগুর অত্যাচার ও সমাজের বদলোকে কুদৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করতে সর্বদা সতর্ক থাকে।

উদ্দীপকের তারামন বিবি একজন সংগ্রামী নারী। দেশ যখন পরাধীনতার নিগড়ে বন্দী, তখন স্বাধীনতাকামী এ নারী বীরদর্পে হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। পাকবাহিনীর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামে। ভয়ে ভীত হননি তিনি, বরং অস্ত্র হাতে লড়াই করে শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এমন মানসিকতাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান সহায়ক ছিল।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি এবং আলোচ্য উদ্দীপকের তারামন বিবি প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে। 'মাসি-পিসি' তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা পালন করে। বেঁচে থাকার অধিকার সবার। এ অধিকারে নিজেদের বঞ্চিত না করে বরং সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টায় রত তারা। তেমনি উদ্দীপকের তারামন বিবিও সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে দৃঢ় ভূমিকা রাখে। সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে তারা সাহসিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। তাই এ কথা যথার্থই যে, উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে অধিকার সচেতন নারীর সংগ্রামী চেতনা ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন-৯। মালিহা আর স্বামীর ঘরে যেতে চায় না। অনেক স্বপ্ন নিয়ে তার বিয়ে হয়েছিল আমতলীর রাশেদের সাথে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই তার সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কারণ তার স্বামী ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী, মদ ও জুয়ায় আসক্ত, যা সে জানতো না। কথায় কথায় সে তার গায়ে হাত তুলতো, ঠিকমতো খেতেও দিত না। অত্যাচারে, অনাহারে মালিহার শরীর ভেঙে যায়। সে আর থাকতে পারে না সেখানে। ফিরে আসে বাবার বাড়ি, স্বামী তাকে বেশ কয়েকবার নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেও সে যায়নি। তার বাবাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেয়েকে আর স্বশুরবাড়ি পাঠাবে না।

(নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩।)

- ক. মাসি-পিসি কীসের উপোস করছে? ১
খ. যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে 'মাসি-পিসি' — ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাশেদ 'মাসি-পিসি' গল্পের সাথে কীভাবে সজ্জাতিপূর্ণ — ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি এবং উদ্দীপকের মালিহা যেন একই পরিস্থিতির শিকার — বিশ্লেষণ করো। ৪

ক. মাসি-পিসি শুরুরপক্ষের একাদশীর উপোস করছে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের রাশেদ বদমেজাজী, নিষ্ঠুর প্রকৃতির, মাদকাসক্ত ও নারী নির্যাতনের তথা বাজে চরিত্রের দিক থেকে 'মাসি-পিসি' গল্পের অনৈতিক চরিত্র জগুর সাথে সজ্জাতিপূর্ণ।

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সুস্থ-স্বাভাবিক নয়। এরা মানবিকবোধশূন্য বলে এদের আচরণ পাশবিক। এরা মাতাল, যৌতুকলোভী ও নারী নির্যাতনকারী। উদ্দীপকের রাশেদ ও 'মাসি-পিসি' গল্পের জগু চরিত্রে এমন অনৈতিকতার স্বাক্ষর মেলে।

উদ্দীপকের রাশেদ এমন এক জঘন্য চরিত্রের লোক। যার কাছে মানবতা, মনুষ্যত্ববোধ নেই। সে অত্যন্ত বদমেজাজী, মদ ও জুয়ায় আসক্ত। কথায় কথায় নিজ স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতো, খেতে দিত না, অনাহারে, অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে নিরীহ নারী মালিহাকে। 'মাসি-পিসি' গল্পে জগুও এমন জঘন্য প্রকৃতির লোক। নিষ্ঠুর অর্থলোভী ও মাদকাসক্ত। আহ্লাদিকে বিয়ে করার পর থেকেই সে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। এদের দুজনের পাশবিকতা সমধর্মী। তাই ঘটনার প্রেক্ষিতে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকের রাশেদ 'মাসি-পিসি' গল্পের জগু চরিত্রের সাথে অনৈতিকতার দিক থেকে সজ্জাতিপূর্ণ।

ঘ. 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদি এবং উদ্দীপকের মালিহা একই পরিস্থিতির শিকার। কেননা তারা দুজনেই স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

হীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। স্বামীর অনৈতিকতা, যৌতুকের লোভ ও নিষ্ঠুর আচরণ নারী জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তারা নিরুপায় হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসে অসহায় জীবনযাপন করে। আবার অনেকে স্বামীর অত্যাচারে অকালে জীবন দেয়। এমন নির্মম বাস্তবতা উদ্দীপকের মালিহা ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির জীবনে দেখা যায়।

উদ্দীপকের মালিহা আর স্বামীর বাড়ি যেতে চায় না। তার স্বামী অত্যন্ত বদমেজাজী, মদ ও জুয়ায় আসক্ত। কথায় কথায় তার গায়ে হাত তোলে, ঠিকমতো খেতে দেয় না। অত্যাচারে, অনাহারে মালিহার শরীর ভেঙে যেতে থাকে। নিরুপায় হয়ে সে বাবার বাড়ি চলে আসে। স্বামী তাকে বারবার নিতে এলেও সে আর যায়নি। তার বাবাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে আর অত্যাচারী স্বামীর কাছে পাঠাবে না। 'মাসি-পিসি' গল্পেও এমন চরম নির্যাতন নেমে এসেছে আহ্লাদির জীবনে। তার স্বামী মদ্যপ, নিষ্ঠুর, অর্থলোভী ও অত্যাচারী। তাকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। কথায় কথায় লাথি, কাঁটা মারে। খুঁটির সাথে বেঁধে পিটায়। এমন নিমর্মতার শিকার হয়ে পিতৃমাতৃহীন অসহায় আহ্লাদি মাসি-পিসির কাছে এসে আশ্রয় নেয়। আহ্লাদির স্বামী জগু তাকে জোর করে নিতে চায়, কিন্তু মাসি-পিসি জীবন গেলেও আহ্লাদিকে আর স্বামীর বাড়ি পাঠাবে না স্থির করেছে।

ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা আর ঘৃণ্য চরিত্রের পুরুষদের পাশবিকতায় যুগ যুগ ধরে অসহায় নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। নারী শিক্ষার অপ্রতুলতা, নারীর অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কতিপয় হীন ও নীচ চরিত্রের স্বামীরা নারীদেরকে দাসীর মতো অবহেলার চোখে দেখে। তাদেরকে যৌতুকের জন্য নানাভাবে নির্যাতন করে। মাদকাসক্তির মতো অনৈতিক চরিত্রের পুরুষরা নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে তাদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করে। এমনই নিমর্মতার শিকার হয়েছে উদ্দীপকের মালিহা ও আলোচ্য গল্পের আহ্লাদি। তাই "মাসি-পিসি" গল্পের আহ্লাদি ও উদ্দীপকের মালিহা একই পরিস্থিতির শিকার মালিহা— মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ আব্দুল মালেকের কিশোরী মেয়েটা এবার বাপের বাড়ি এসে কিছুতেই স্বশ্রুতবাড়ি যেতে চাচ্ছে না। যৌতুকের টাকা না দিতে পেরে মেয়েটি স্বশ্রুতবাড়ির অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। আব্দুল মালেক এ ব্যাপারে মেয়ের ওপর জোর খাটানোর চেষ্টা করেন না। বরং প্রতিবাদী হয়ে উঠেন এবং নারী নির্যাতন আইনে মামলা করেন।

(মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. 'সোমন্ত' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. কানাইয়ের লোকজন খানিকটা ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আব্দুল মালেক 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের চেতনা অভিন্ন"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সোমন্ত' শব্দের অর্থ যৌবনপ্রাপ্ত।

খ. মাসি-পিসির সাহসী পদক্ষেপের কারণে এক প্রতিরোধমুখর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে কানাইয়ের লোকজন খানিকটা ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায়।

আত্মদিকে অপহরণ করার হীন মতলবে জোতদার ও দারোগাবাবু কানাই চৌকিদারকে পাঠায় মাসি-পিসির বাড়িতে। কিন্তু মাসি-পিসি তাদের এ কটকৌশল বুঝতে পেরে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। বাঁটি আর কাটারি নিয়ে মাসি-পিসি কানাই ও তার দলবলকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। মাসি-পিসির এবূপ অগ্নিমূর্তি দর্শনে কানাইয়ের লোকজন খানিকটা ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে যায়।

গ. উদ্দীপকের আব্দুল মালেক 'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি' চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে।

'মাসি-পিসি' গল্পের স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মদিকে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। সে অত্যাচারের ভয়ে আর স্বামীর বাড়ি যেতে চায় না। আত্মদিকের স্বামী তাকে নিতে চাইলেও 'মাসি-পিসি' আত্মদিকে আর স্বশ্রুতবাড়িতে পাঠাতে চায় না।

উদ্দীপকে আব্দুল মালেকের কিশোরী মেয়ে যৌতুকের কারণে স্বশ্রুতবাড়িতে অত্যাচারের শিকার হয়। বাবার বাড়ি এসে সে আর স্বশ্রুতবাড়িতে যেতে চায় না। কারণ স্বশ্রুতবাড়ির অত্যাচার তার সহ্য হয় না। আব্দুল মালেকও মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো জোর করে না। বরং প্রতিবাদী হয়ে উঠে নারী নির্যাতন আইনে মামলা করে। দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের আব্দুল মালেক 'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি' চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের চেতনা অভিন্ন।"— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

'মাসি-পিসি' গল্পে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আত্মদিকে তার মাসি ও পিসি সন্তান স্নেহে আগলে রাখে। মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিবৃপ বিশ্ব থেকে আত্মদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে— সেটিই এই গল্পটির তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

গল্পটিতে অত্যাচারী স্বামী, লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা বদমাশদের আক্রমণ থেকে আত্মদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ প্রকাশ পেয়েছে। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি, জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম, নারী হয়েও নৌকা চালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি এই গল্পটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

উদ্দীপকে যৌতুকের কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। যার দরুন আব্দুল মালেকের মেয়ে আর স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায় না। ফলে আব্দুল মালেক নারী নির্যাতন আইনে মামলা করে। যা 'মাসি-পিসি' গল্পের সংগ্রামী জীবনের মূল চেতনা নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায় যে, উদ্দীপকের বিষয়টি 'মাসি-পিসি' গল্পের মূল বিষয় নয়। গল্পের সন্তানতুল্য আত্মদিকে বিবৃপ বিশ্ব থেকে রক্ষার জন্য দুজন নিঃস্ব বিধবার বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রামের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্বামী-সন্তানহীন দুই বিধবা সম্পর্কে আত্মদিকের 'মাসি ও পিসি'। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আত্মদিকে অত্যাচারী স্বামী, লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা-বদমাশদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সদা সচেষ্ট। আত্মদিকে নিরাপদ রাখতে দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ এই গল্পটির মূল আলোচ্য বিষয়। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ১১ জেলেপাড়ার জীবন যেমন স্থবির ঠিক তেমনি স্থবির হাসুর মায়ের সংসার। মাছ ধরতে গিয়ে তার স্বামী আর ফিরে আসেনি; তাও পার হয়ে গেছে চার চারটি বছর। বড়ো মেয়ে হাসু আর ছোটো মেয়ে রাসুকে নিয়ে কোনমতে তার দিন কাটে। রাসুকে জমিদার বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে ডুবন মাঝির মেয়ে ফুলি। হাসুকেও দিতে বলেছিল কিন্তু জমিদারের নায়েবের হাসুর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হাসুর মায়ের চোখ এড়ায়নি। হাসু ঘরে বসেই ভালের বাড়ি, আচার, তাল পাতার পাখা বানিয়ে মায়ের হাতে দেয় বাজারে বিক্রির জন্য। প্রতিবেশীদের সহায়তায় দুই মেয়েকে নিয়ে এভাবেই কাটে হাসুর মায়ের জীবন।

(মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. চায়ের দোকানে কৈলাশের সাথে কার দেখা হয়েছিল? ১
- খ. 'নিজেকে তার ছাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে।'— কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য লেখো। ৩
- ঘ. দারিদ্র্যকে জয় করে নারীর অস্তিত্ব রক্ষার যে বাস্তব চিত্র উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে উঠে এসেছে— তা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. চায়ের দোকানে কৈলাশের সাথে জগুর দেখা হয়েছিল।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. প্রেক্ষাপটের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে নারীর সাহসী জীবনযুদ্ধের অদম্যম্পর্হর বিষয়টি ফুটে উঠেছে। আত্মদিক নামক এক তরুণীর মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। তারা তাদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি বিবৃপ বিশ্ব থেকে আত্মদিকে রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম চালায়। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগাও গুণ্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আত্মদিকে রক্ষা করতে তাদের দায়িত্বশীলতা ও মানবিক জীবনযুদ্ধ ফুটে উঠেছে গল্পটিতে।

উদ্দীপকে অসহায় হাসুর মায়ের সংসারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। যেখানে তিনি তার দুই মেয়েকে নিয়ে অভাব অনটনে দিনাতিপাত করেন। আশপাশের মানুষের সহায়তায় এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে তার জীবন নির্বাহ করতে হয়। উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে। নারীর সাহসী সংগ্রাম, জীবনযুদ্ধ এবং পুরুষদের লালসার হাত থেকে মেয়েদের রক্ষার বিষয়গুলো দিক থেকে। অন্যদিকে 'মাসি-পিসি' ও উদ্দীপকের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। 'মাসি-পিসি' গল্পের আত্মদিক স্বামীর নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণী যে কিনা 'মাসি-পিসি'র আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু উদ্দীপকে এক অসহায় রমণীর স্বামী হারানোর বেদনা এবং তার দুটি মেয়ের সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১১ উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ এবং দারিদ্র্যকে জয় করার সংগ্রামের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়-নির্যাতিত আহ্লাদি। তাকে স্বামীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য তার 'মাসি-পিসি' নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে আসে। তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে। নারী হয়েও তারা নৌকা চালান এবং সবজির ব্যবসা পরিচালনা করে। আবার তারা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের পাশাপাশি আহ্লাদিকে সমাজের মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতেও তারা তাদের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যান।

উদ্দীপকেও এক অসহায় নারী হসুর মা। যিনি তার স্বামী হারিয়ে যাওয়ার পর কোনোরকমে দিন কাটান। তার দুটি মেয়ে। একটি মেয়ে কাজ করে কিছু উপার্জন করলেও আরেকটি মেয়ে সমাজের মানুষের লোভী দৃষ্টির ভয়ে কাজ করতে পারে না। এভাবে হসুর মা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং মেয়েদের লোভী দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কঠিন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে বিরূপ পরিবেশে নারীর জীবন সংগ্রামের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই নারীরা অপশক্তির মোকাবেলা করে দারিদ্র্যকে জয় করে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সফল হয়েছে। দারিদ্র্যকে জয় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম, তার পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার এক মানবিক জীবনযুদ্ধের চিত্র উঠে এসেছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে। তাই বলা যায়, উভয় জায়গায় দারিদ্র্যকে জয় করে নারীর অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ১২ সে যুগ হয়েছে বাসি,

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী।

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,

কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।

[ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. 'মাসি-পিসি' গল্পে কী গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে? ১

খ. 'নিজেকে তার ছাচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের চেতনাগত সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে অধিকার-আদায়ে নারীর সাহসী ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মাসি-পিসি' গল্পে কাঁঠালগাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।

গ. অধিকার সচেতনতা ও প্রতিবাদী মানসিকতায় উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পে বিদ্যমান নারীর প্রতিবাদ চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়-নির্যাতিতা নারী আহ্লাদি। তাকে স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখার জন্য মাসি-পিসি আহ্লাদিকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে আসে। তবুও অত্যাচারী স্বামী ও লালসা-উন্মত্ত মানুষের আহ্লাদিকে জোর করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে 'মাসি-পিসি' বাঁটি ও কাটারি হাতে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলে তারা পালিয়ে যায়। মাসি-পিসির চিৎকারে পাড়ার লোকেরাও ঐক্যবন্ধভাবে এগিয়ে আসে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য।

উদ্দীপকে নারী-পুরুষের সমতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। নারীরা একসময় পুরুষের দাসী ছিল। কবির মতে, নারীদের সেই অবস্থা বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। নারীরা তাদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নারীরা আজ তাদের সন্তোষটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পে বিদ্যমান নারীর প্রতিবাদী চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

১২ "উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে অধিকার আদায়ে নারীর সাহসী ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'মাসি-পিসি' গল্পে গল্পকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী মাসি-পিসির চরিত্র অংকন করে নির্বাহিত নারীদের সাহসী করে তুলতে চেয়েছেন। ধূর্ত লোকদের হাত থেকে আহ্লাদির নিরাপত্তার জন্য তারা প্রাণপণ লড়াই করেছে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুজা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আহ্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ এই গল্পের মূল উপজীব্য।

বর্তমান যুগ নারী-পুরুষের সমতার যুগ। একসময় নারীরা ছিল পুরুষের দাসীর মতো। পুরুষ নারীর ব্যথা-বেদনার প্রতি কোনো গুরুত্বই দিত না। কিন্তু সময় এখন পাল্টেছে। এখন আর কেউ কারও বন্দি নয়। নারীরা আজ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও 'মাসি-পিসি' গল্পে উভয় ক্ষেত্রেই অধিকার আদায়ে নারীর সাহসী ভূমিকার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে যে যুগের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে, তা মাসি-পিসির চারিত্রিক দৃঢ়তার মাঝে ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ স্বামীর মৃত্যুর পর রাহেলা বেগম নিজেই সংসারের ভার কাঁধে তুলে নেয়। অনেক কষ্ট করে বাজারে একটি মুদি দোকান দেয়। সেই দোকান থেকে অর্জিত টাকা দিয়ে সংসারের খরচ, মেয়ের পড়ালেখার খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করেছে। কিন্তু ইদানীং রাহেলা বেগমের টাকা ও মেয়ের প্রতি নজর পড়েছে এলাকার ক্ষমতাবান ব্যক্তি সাজ্জাদের। সাজ্জাদ ও তার পোষা গুজাদের হাত থেকে সম্পত্তি ও মেয়েকে রক্ষা করতে রাহেলা বেশ সচেতন ও সাহসী। ঝামেলা হতে পারে ভেবে তাই রাহেলা বেগম আগে থেকেই থানায় সাজ্জাদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করে রাখে।

[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. আহ্লাদির পরিবার কোন রোগে মারা যায়? ১

খ. বুড়ো রহমান ছিলল চোখে আহ্লাদির দিকে তাকায় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাজ্জাদ 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. "সংগ্রাম ও সাহসিকতায় রাহেলা ও 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসি একসূত্রে গাঁথা"— তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. আহ্লাদির পরিবার কলেরা রোগে মারা যায়।

খ. মেয়ের কথা মনে হওয়ায় বুড়ো রহমানের চোখ ছিলল করে।

আহ্লাদির চেয়ে বয়সে ছোটো মেয়েটাকে রহমান বিয়ে দিয়েছিল। অবুঝ মেয়েটা স্বশুরবাড়ি না যাওয়ার জন্য খুব কঁদেছিল। কিন্তু তার ভালোর জন্যই তাকে জোরজবরদস্তি করে স্বশুরবাড়ি পাঠায় রহমান। সেখানে গিয়ে অল্পদিন পরেই মেয়েটা মারা যায়। একই সময়ের শিকার আহ্লাদিকে দেখে মেয়ের কথা মনে হওয়ায় রহমানের চোখ ছিলল করে।

গ. উদ্দীপকের সাজ্জাদ 'মাসি-পিসি' গল্পের গোকুল চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা আর অন্য দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক নয়। এরা মানবিকবোধ শূন্য বলে এদের আচরণও পাশবিক। 'মাসি-পিসি' গল্পে গোকুলের আচরণও পাশবিক।

উদ্দীপকের সাজ্জাদ এমন একজন মানুষ, যার কাছে মানবতার কোনো মূল্য নেই। সে লোভী এবং অত্যাচারী। জোর করে রাহেলার কষ্টের জমানো টাকা ভোগ করতে চায়। তার পোষা গুজাদের দিয়ে হয়রানি করে রাহেলা ও তার

মেয়েকে। 'মাসি-পিসি' গল্পের গোকুল একই প্রকৃতির মানুষ। আত্মাদিদের জমিজমার বেশিরভাগ অংশই দখল করেছে সে। আবার আত্মাদির দিকেও কুনজর পড়েছে তার। এমনকি আত্মাদির বাবার রেখে যাওয়া সামান্য সম্পত্তিতেও ভাগ বসাতে চায় সে। অত্যাচারী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের সাজ্জাদ ও 'মাসি-পিসি' গল্পের গোকুল সমধর্মী। এক্ষেত্রে গোকুল ও সাজ্জাদের চরিত্রের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

খ জীবনযুদ্ধে অবিচলিত থাকার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসি দুজনেই নিঃস্ব, বিধবা ও অসহায়। জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার লড়াইয়ে তারা দুজনেই সারাদিন পরিশ্রম করে। স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার আত্মাদিকে নিয়ে তাদের সংসার। এলাকার দারোগা, জোতদার ও গুস্তা-বদমাশদের হাত থেকে আত্মাদিকে রক্ষা করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, বিধবা রাহেলা তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বহু কষ্টে দিন যাপন করে। নিজের প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে মেয়েকে পড়ালেখা শিখিয়েছে। তার নিপুণ ব্যবস্থাপনার কারণে কিছু টাকা সঞ্চয় করতেও সক্ষম হয়েছে সে। এলাকার প্রভাবশালীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সে সদা সতর্ক।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি আর উদ্দীপকের রাহেলা বেগম এরা সবাই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে। মাসি-পিসি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আত্মাদিকে রক্ষা করার জন্য সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা পালন করে। একইভাবে উদ্দীপকের রাহেলা বেগমও তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে সমাজের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে এরা সবাই দায়িত্বশীলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেয়। তাই বলা যায়, সংগ্রাম ও সাহসিকতায় রাহেলা ও 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসি একসূত্রে গাথা।

প্রশ্ন ১৪ ফুলপুরের ফুলি বেগম বাড়ির কাজ করে সংসার চালান। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার ভারও তার। কিন্তু শয়তান জগলুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর। ফুলি খুব সতর্ক। কিছুতেই হার মানবেন না। এক গভীর রাতে ফুলির ঘরে সিঁধ কাটে জগলু। ফুলি তখনো সজাগ ছিলেন। সবই টের পান। যখন মাথা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে, ভারি ধারালো কাটারির আঘাতে ধর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জগলুর মাথা।

(সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো'— উক্তিটি কার? ১
- খ. 'মাসি-পিসি' আত্মাদিকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিক থেকে মিল দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো'— উক্তিটি মাসির।

খ অত্যাচারের ভয়ে মাসি-পিসি আত্মাদিকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না।

জগলুর সাথে আত্মাদির বিয়ের পর থেকেই আত্মাদি ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাকে খেতে না দিয়ে দিনভর বেঁধে রাখত, কলকে পুড়ে ছাঁকা দিত, তারপর জগলুর লাথির চোটে আত্মাদির প্রায় মরমর অবস্থা হয়েছিল। জগলুর এসব অত্যাচারের কারণে মাসি-পিসি আত্মাদিকে আর স্বামীর ঘরে পাঠাতে চান না।

গ জীবন-সংগ্রামের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। তারা গ্রাম থেকে তরিতরকারি শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আত্মাদির দায়িত্ব পালন করে। সমাজপতিদের নানা অত্যাচার থেকেও আত্মাদিকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকের ফুলি বেগম অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা ও সংসার চালানোর খরচ জোগাতে মানুষের বাড়িতে কাজ করে। সমাজের কদর্য লোকের লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর পড়লে সে সতর্ক হয়ে যায়। গভীর রাতে তার ঘরে প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করে। গল্পের মাসি-পিসি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি আত্মাদিকে রক্ষা করতে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুস্তা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আত্মাদিকে নিরাপদ রাখাকে তারা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। একইভাবে উদ্দীপকের ফুলি বেগমও সমাজের বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে সংগ্রাম করে। সাহসিকতা ও সংগ্রামের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ জীবনযুদ্ধের সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি দুজনেই নিঃস্ব ও বিধবা। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য তারা ধান ভানে, কাঁথা সেলাই করে, শাক-পাতা কুড়িয়ে শহরের বাজারে বিক্রি করে। আত্মাদি স্বামীর ঘর ছেড়ে এলে তারা তাকে পরম মমতায় আগলে রাখে।

উদ্দীপকের ফুলি বেগমের মাঝেও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীর চিকিৎসা ও সংসার খরচ জোগাতে পনের বাড়িতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সে। প্রতিকূলতার মধ্যেও সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার মানসিকতা ধারণ করে সে। কদর্য মানসিকতার লোকদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার্থে সাহসী পদক্ষেপ নেয় সে।

জীবনসংগ্রামের দিকটি আলোচ্য গল্প ও উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। কিন্তু গল্পের ভাবার্থ উদ্দীপকের চেয়েও বৃহৎ। গল্পে আত্মাদির স্বামীকর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার দিকটি ফুটে উঠেছে। গল্পে লক্ষ করা যায় স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে আত্মাদি তার মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। আত্মাদিকে ফিরিয়ে নিতে জগলু নানাভাবে চাপ দিলেও তার নিরাপত্তার কথা ভেবে মাসি-পিসি তাকে স্বামীর বাড়িতে পাঠাতে রাজি হয় না। আলোচ্য উদ্দীপকে ফুলি বেগমের জীবনযুদ্ধের পরিচয় পাওয়া গেলেও এখানে গল্পের আত্মাদির স্বামীকর্তৃক নির্যাতিত হওয়ার দিকটির প্রতিফলন ঘটেনি। এছাড়া গল্পে দুর্ভিক্ষ, মহামারিসহ নানা অনুভূতি ফুটে উঠেছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের খণ্ডাংশ মাত্র।

প্রশ্ন ১৫ বন্যা ভাসিয়ে নিয়েছে ফুলবানুর সর্বস্ব। ভয়ংকর আইলার তাণ্ডবে সংসার, সন্তান, পোষা কুকুর, হাঁস-মুরগি, ঘরবাড়ি সবকিছুই নিরুদ্দেশ। বাঁধের উপর বসে সে এখন জীবনসমুদ্রে হাবুডুবু খায়। এই বৃষ্টির আপন বলতে আছে এক নাতনি। স্বামী পরিত্যক্তা ও প্রতিবন্ধী নাতনিটি হয়তো যমের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে তাকে। সামনে বন্যার পানিতে ছোট মাছের একটা ঝাঁক দেখে বৃষ্টির চোখ ঘোঁষনের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নাতনির হাত ধরে শুরু হয় মাছধরা। তেল-নুন-চাল জোগাড়ের আয়োজন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংসা-হেষ, কলহ-বিবাদ, অপারগতা-অবজ্ঞার ভেতর দিয়েই নানি-নাতনির এই বন্ধন। নাতনির নিরাপত্তা, সুখ-দুঃখ, সমস্যা, ভবিষ্যৎ নিয়েই ঘরকন্না ফুলবানুর।

(বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পারভীজ কলক, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. সালতি কী? ১
খ. মাসি-পিসি আত্মদিকে জগুর কাছে পাঠাতে চায়নি কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ৩
ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'সমাজের অসহায় নারীর করুণ সংগ্রামী জীবনকাহিনি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের প্রধান উপজীব্য' — উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সালতি হলো শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা বা নৌকা।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের জীবনসংগ্রাম ও দায়িত্ববোধের দিকটি ফুটে উঠেছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি ও পিসি জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ দুই নারী চরিত্র। যারা নিজেদের জীবন চালানোর পাশাপাশি স্বামী নির্ধাতিতা আত্মদিকেও প্রগাঢ় দায়িত্ববোধে আগলে রাখে। উদ্দীপকের নানি-নাতনির মাঝেও এই দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের ফুলবানু আইলার ভয়াবহ তাগুবে সর্বস্ব হারিয়েছে। সন্তান-সংসার, পোষা কুকুর, হাঁস-মুরগি, ঘরবাড়ি সবকিছুই সে হারিয়ে ফেলে। সর্বস্ব হারিয়ে ফুলবানু বাঁধের উপর বসে জীবন সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। স্বামী পরিত্যক্ত ও প্রতিবন্ধী নাতনিই হয় তার একমাত্র সঙ্গী। বন্যার পানিতে মাছ পেয়ে তার মনে বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন জেগে ওঠে। নানি ও নাতনি মিলে মাছ ধরে তাদের জীবনসংগ্রাম চালাতে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ সত্ত্বেও নাতনিটির সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, সমস্যা, ভবিষ্যৎ নিয়ে বেঁচে থাকে ফুলবানু। তার এমন জীবনসংগ্রাম ও নাতনির প্রতি দায়িত্ববোধ 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসির জীবনসংগ্রাম এবং আত্মদিকের প্রতি দায়িত্ববোধকে নির্দেশ করে। বিধবা মাসি ও পিসি নৌকায় পণ্য নিয়ে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। তা সত্ত্বেও স্বামী নির্ধাতিতা আত্মদিকে পরম যত্নে তারা আগলে রাখে। তার কোন অসুবিধা তারা হতে দেয় না।

ঘ. সমাজের অসহায় নারীর করুণ সংগ্রামী জীবনকাহিনী উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের প্রধান উপজীব্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায় নারীর জীবনসংগ্রামের বর্ণনা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাসি, পিসি ও আত্মদিকের জীবনের সংগ্রাম, সংকট আলোচ্য গল্পটিতে মুখ্য ছিল। উদ্দীপকেও নানি-নাতনি নারী চরিত্র এমন বাস্তবতায় ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকের ফুলবানু জীবনসংগ্রামী এক নারী চরিত্র। সে তার সবকিছু হারিয়েও জীবনের প্রয়োজনে সংগ্রামী হয়েছে। আইলার ভয়াবহ তাগুবে সংসার-সন্তান, বাড়ি-ঘর সর্বস্ব হারিয়ে ফুলবানু বাঁধের উপর বসে জীবন সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামী পরিত্যক্ত নাতনিটি তাকে যমের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে। সামনে বন্যার পানিতে ছোট মাছ দেখে ফুলবানুর চোখ যৌবনের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নাতনিকে সাথে নিয়ে মাছ ধরে শুরু হয় তাদের জীবনযুদ্ধ। নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়েও ফুলবানু নাতনির নিরাপত্তা, সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

'মাসি-পিসি' গল্পের মূল আলোচ্য বিষয় নারীদের জীবন সংকট ও জীবন সংগ্রাম। মাসি, পিসি ও আত্মদিক এই তিন নারী চরিত্রের জীবনের মাধ্যমে যে সংগ্রাম ও সংকট গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। আত্মদিক নামক তবুনার জীবন সংকট প্রকট হয় যখন সে স্বামীগৃহ থেকে মাসি ও পিসির কাছে আশ্রয় নেয়। স্বামী জগু বিয়ের পর আত্মদিকের উপর অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। স্বামীর সীমাহীন নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সে আশ্রয় নেয় সংগ্রামী অনা দুই নারীর কাছে। যারা দুজনেই ছিল বিধবা। দুঃসম্পর্কের মাসি ও পিসি নিজেদের জীবন চালান অনেক কষ্ট স্বীকার করে। নারী হয়েও তারা নৌকা

চালনা, পণ্য সংগ্রহ ও তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার উপর আত্মদিক তাদের কাছে আশ্রিত হয়। তার দায়িত্ব ও অত্যন্ত সচেতন ও যত্নের সাথে তারা পালন করে। মাসি ও পিসি সমাজের জোতদার, গুণ্ডা, দারোগা শ্রেণির উৎপাত থেকে আত্মদিকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় থাকে। এদিকে আত্মদিক স্বামী নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েও যেন মুক্তি মেলে না। সমাজের বখাটে শ্রেণির লোলুপ দৃষ্টিতে এখানেও সে জীবন সংকটে অবতীর্ণ হয়। গল্পটির নারী চরিত্রের এই করুণ জীবন কাহিনিই মূল উপজীব্য বিষয়, যা উদ্দীপকেরও উপজীব্য।

প্রশ্ন ১৬ দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে

মাথা-উঁচু-রাখিস।

সুখের সাথি মুখের পানে, যদি না চাহে

ধৈর্য ধরে থাকিস।

বুদ্ধরূপে তীর দুঃখ যদি আসে নেমে

বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস

আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে

উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

[মাইনস্টোন কলেজ] প্রশ্ন নম্বর-৩/

- ক. কী উপলক্ষ্যে মাসি-পিসি উপোস ছিল? ১
খ. 'যুগ্মের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসি-পিসি' — উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. জীবনে যদি দুঃখ-দৈন্য নেমে আসে, মাথা উঁচু করে তার মোকাবিলা করা উচিত।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে বিচার করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শূক্ৰপক্ষের একাদশী উপলক্ষ্যে মাসি-পিসি উপোস ছিল।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে জীবনের সংকটের মুহূর্তে ভেঙে না পড়ে দৃঢ় মানসিকতার সাথে তা মোকাবিলা করার কথা বলা হয়েছে, যা আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসির জীবনসংগ্রামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মাসি-পিসির কঠোর জীবনসংগ্রাম আলোচ্য গল্পের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। মাসি-পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। নারী হয়েও টিকে থাকার সংগ্রামে তারা অপরায়ে সৈনিক। শত বিপদ-আপদেও তারা দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও এ ধরনের মনোভাব ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে জীবনে যদি দৈন্য-দারিদ্র্য আসে তবে লজ্জা না পেয়ে বরং মাথা উঁচু রাখতে হবে। আপনজন যদি সুখের পানে না চায় তবে ধৈর্য রাখতে হবে। দুঃখ-বেদনা যদি তোমাকে গ্রাস করে তবুও আত্মবিশ্বাসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে। আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে তবে উর্ধ্বে দুহাত তুলে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে হবে। কবি এখানে মূলত জীবনের সংকটের মুহূর্তে সাহস ও ধৈর্যের সাথে সকল বিপর্যয়কে মোকাবিলা করতে বলেছেন। কবির এ প্রত্যাশার বাস্তব প্রতিফলন দেখি আমরা 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির জীবনে। অভাব-অনটন আর প্রতিকূল পুরুষশাসিত সমাজে তারা নারী হয়েও প্রতিনিয়ত টিকে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এ বিষয়টিই উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. জীবনে যদি দুঃখ-দৈন্য নেমে আসে তবে তার থেকে কেউ পালাতে পারে না, তাই দুঃখে হতাশ না হয়ে বরং মাথা উঁচু করে তার মোকাবিলা করা উচিত।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি ও পিসির জীবনসংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। মাসি-পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। পুরুষশাসিত এ সমাজের নিন্দাকে উপেক্ষা করে তারা নারী হয়েও নৌকাচালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করে।

উদ্দীপকে কবি বিপদ আপদকে ভয় না পেয়ে তাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করার কথা বলেছেন। দারিদ্র্যে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই বরং মাথা সমুন্নত রেখে দারিদ্র্য ঘোচানোর চেষ্টা করতে হবে। আপনজন যদি দূরে ঠেলে দেয় তবে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। শত বিপদের মাঝেও কবি দিশেহারা না হয়ে বরং আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে তার মোকাবিলা করতে বলেছেন।

মহামারী কলেরায় 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যু হলে মাসি-পিসির জীবনে বিপর্যয় নামে। তাদেরকে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার যুগ্মে অবতীর্ণ হতে হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা সবজির ব্যবসাকে বেছে নেয়। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য গ্রাম থেকে তরিতরকারি নিয়ে শহরে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে হয় তাদের। এছাড়া নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা আহ্লাদিকে রক্ষা করে। লালসা-উন্মত্ত জোতদার এবং গুড্ডা বদমাশদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মাসি-পিসি দৃঢ় অবস্থান নেয়। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে, বিপদে দৃঢ় মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস রেখে তা মোকাবিলা করতে হবে। তাই বলা যায়, প্রশ্লোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৭ স্বামী পরিত্যক্তা রোকাইয়া মেয়ে আরশিকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুটো মুরগি দিয়ে সংগ্রামী জীবনের শুরু। আজ সে একটি প্রতিষ্ঠিত খামারের মালিক। বহু মানুষ আজ তার খামারে কাজ করে। আজকাল স্বামী আতাউর তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। রোকাইয়া আজ স্বাবলম্বী একজন যোদ্ধা, অর্থলোভী আতাউরের মিষ্টি কথায় ভুলবার পাত্রী রোকাইয়া নয়। *[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

- ক. সালতি কী? ১
- খ. 'বজ্জাত হোক খুনে হোক জামাই তো'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে যে কোনো ধরনের কাজে আগ্রহী হওয়া অপরিহার্য' উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে যৌক্তিক মতামত তুলে ধরো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. সালতি হলো শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সবু ডোঙা।

খ. 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদির মাসি জামাই জগুর প্রসঙ্গে কথাটি বলে।

গল্পের আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে জামাইয়ের প্রতি বাঙালি শাশুড়ি শ্রেণির একটি স্নেহপরায়ণ মনোভাব। জগু বদ স্বভাবের লোক তাই সে স্ত্রী আহ্লাদিকে নির্যাতন করে। আহ্লাদির অভিভাবক কেবল 'মাসি-পিসি'। তাই তারা আহ্লাদিকে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। জগুর বাড়িতে আহ্লাদিকে না পাঠালেও জগু যখন তাদের বাড়িতে আসে তখন 'মাসি-পিসি' ছাগল বেচে ভালো-মন্দ খাওয়ায় জামাইকে এবং ভবিষ্যতেও বাড়িতে আসলে এমন খাতির যত্নে রাখবে তারা। কারণ তাদের সংস্কারমূলক দৃষ্টিতে 'বজ্জাত হোক খুনে হোক জামাই তো'।

গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের লালসা-উন্মত্ত জোতদার দারোগা ও গুড্ডা-বদমাশদের আক্রমণের দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

স্বামীর নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন আহ্লাদির অভিভাবক মাসি-পিসি। একজন তবুগী ও দুইজন নিঃস্ব বিধবা সমাজের বিবৃপ লালসা থেকে কীভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে সেই দিকটি গল্পে দেখানো হয়েছে। গ্রামের বখাটে ও জোতদারের চালা কানাই ও দুজন পেয়াদা রাতের বেলা মিথ্যা অজুহাতে মাসি-পিসিকে কাচারি বাড়ি যেতে বলে। তাদেরকে প্রতিরোধ

করতে মাসি-পিসি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাতে তাদের জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি সমাজের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করার এক জীবনযুদ্ধ আমরা দেখতে পাই।

উদ্দীপকের রোকাইয়া স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে একমাত্র মেয়ে আরশিকে নিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু করে। দুটো মুরগি দিয়ে খামার শুরু করে এখন সে একটি প্রতিষ্ঠিত খামারের মালিক। সে স্বাবলম্বী হওয়ার পর তার স্বামী আতাউর তাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। কিন্তু জীবনযোদ্ধা রোকাইয়া তার অর্থলোভী স্বামীর কথায় ভোলে না। উদ্দীপকে নারীর প্রতি পুরুষ সমাজের লোলুপ দৃষ্টি ও জোতদার দারোগা গুড্ডা-বদমাশদের আক্রমণের কথা বলা নেই। তাই বলা যায়, 'মাসি-পিসি' গল্পের লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুড্ডা-বদমাশদের দ্বারা অসহায় নারীদের আক্রান্ত হওয়ার দিকটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

ঘ. "নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে যে কোনো ধরনের কাজে আগ্রহী হওয়া অপরিহার্য"— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের নির্মম বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যথার্থ।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি ও পিসি দুজনই নিঃস্ব বিধবা। জীবন ধারণের জন্য তারা কোনো উপায় না পেয়ে দুজন মিলে গ্রাম থেকে তরিতরকারি, ফলমূল নিয়ে শহরে গিয়ে বিক্রি করে। শহরে জিনিসপত্রের দাম চড়া। তাই দুজনের বেশ লাভও হয়। এই টাকা দিয়ে তারা আহ্লাদিকে নিয়ে স্বাবলম্বীভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে রোকাইয়া মেয়ে আরশিকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দুটো মুরগি দিয়ে খামার শুরু করে আজ সে একটি প্রতিষ্ঠিত খামারের মালিক। তার খামারে এখন বহু মানুষ কাজ করে। রোকাইয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব ছিল বলে সে সামান্য একটি মুরগির খামার দিয়ে আজ স্বাবলম্বী হতে পেরেছে।

'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি' পরের ঘাড়ের বোঝা না হয়ে নিজেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা নিজেরাই করে। তারা দুজনে মিলে গ্রাম থেকে তরিতরকারি, ফলমূল সংগ্রহ করে শহরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। উদ্দীপকের রোকাইয়াও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সামান্য দুটি মুরগি দিয়ে খামার গড়ে তোলে। উদ্দীপকের রোকাইয়া ও গল্পের মাসি-পিসি যে কোনো ধরনের কাজে আগ্রহী ছিল বলে স্বাবলম্বী হতে পেরেছিল। তাই 'নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে যে কোনো ধরনের কাজে আগ্রহী হওয়া অপরিহার্য'— উক্তিটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ১৮ অর্ধেক বেলা স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিকেলে পাটির কাজ থাকে, লোকজন আসে। আলাপ আলোচনা হয়, ছুটির দিনে যেতে হয় গ্রামে গ্রামে কিংবা সাঁওতাল এলাকায়। একটুও সময় নেই। কোথা দিয়ে যে দিনগুলো কেটে যায়, টের পায় না ইলা, রামেনের সঙ্গে সকালে বা রাতে দেখা যায়। শুধু রান্নাঘর, স্বামীসেবা কিংবা সন্তান পালন তো চায়নি। ও চেয়েছিল বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে আসা জীবন, যে জীবনের চারদিকে অবরোধের নিগড় লোহার শেকল হয়ে আটকে থাকবে না।

[আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন? ১
- খ. 'নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।' উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? ২
- গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের যে ভাবগত মিল রয়েছে— তার স্বরূপ উন্মোচন করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতসী মামী' গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।

ক. কৈলেশ আল্লাদিকে স্বশুরবাড়িতে পাঠানোর কথা বললে পিসি আলোচ্য উক্তিটি করেন।

স্বশুরবাড়িতে আল্লাদিকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হতো। তার স্বামী জগু তার ওপর নির্যাতন চালাতে সহিতে না পেয়ে, আল্লাদি স্বশুরবাড়ি ছেড়ে মাসি-পিসির আশ্রয়ে চলে আসে। কৈলেশ মাসি-পিসিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে জগু এখন ভালো হয়ে গেছে। তাই তাদের উচিত মেয়েকে স্বশুরবাড়িতে পাঠানো। একথার উত্তরে মাসি বলে যে, স্বশুরবাড়িতে তারা আল্লাদিকে মরতে পাঠাবে না।

গ. 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির জীবন সংগ্রামের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য থাকলেও আল্লাদির সংসারজীবনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে আমরা দেখি দুই বিধবা নারীর জীবনসংগ্রাম। তারা নারী হয়েও পুরুষশাসিত সমাজের কটাক্ষ উপেক্ষা করে জীবিকা নির্বাহের জন্য তরকারির ব্যবসায় শুরু করে। শুধু তাই নয়, তারা ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বিক্রি করে, হোগলা গেঁথে, শাক পাতা, ফলমূল কুড়িয়েও তারা নিজের ভরণপোষণ করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইলাকে অর্ধেক বেলা পর্যন্ত স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিকেলে পাটির কাজ থাকে। ছুটির দিনে যেতে হয় গ্রামে গ্রামে কিংবা সাঁওতাল এলাকায়। কর্মক্ষেত্রে নারীর পদার্পণের এ বিষয়টি আলোচ্য গল্পেও ফুটে উঠেছে। তবে উদ্দীপকের ইলার চেয়ে মাসি-পিসি আরো বেশি জীবনসম্পন্ন। তাদেরকে প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। আবার উদ্দীপকের ইলার স্বামীর সংসারে অন্য কোনো সমস্যা নেই। তবুও সে সুখী নয়। কেননা সে কেবল রান্নাঘর, স্বামী সেবা কিংবা সন্তান পালন চায়নি। সে চেয়েছে বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে আসা মুক্ত জীবন। অন্যদিকে আলোচ্য গল্পের আল্লাদি স্বামীর সংসারে থাকতে চাইলেও সে প্রতিনিয়ত স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হয়। অবশেষে স্বামীর সংসার ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। এ দিকটির সাথে উদ্দীপকের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান ফুটে উঠেছে, যা 'মাসি-পিসি' গল্পের সাথে ভাবগত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসির জীবন-সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা মাসি-পিসি ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ভাইয়ের অভাবের সংসারে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য তাদেরকে ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বিক্রি করে, হোগলা গেঁথে রোজগার করতে হয়েছে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাদের জীবনে বিপর্যয় নামে। তখন তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য তরিতরকারির ব্যবসা শুরু করে।

উদ্দীপকের ইলা একজন কর্মজীবী নারী। পুরুষশাসিত সমাজের নিন্দা উপেক্ষা করে সে ঘরের বাইরে এসে কাজ করে। দিনের অর্ধেকটা সময় তাকে স্কুলে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিকেলে পাটির কাজ করে। ছুটির দিনে যেতে হয় গ্রামে গ্রামে কিংবা সাঁওতাল এলাকায়। একজন নারী হয়েও তিনি সাহসিকতার সাথে ঘরের বাইরের এসে কাজ করেন।

'মাসি-পিসি' গল্পে আমরা মাসি-পিসির দায়িত্বশীলতা ও মানবিক জীবন যুদ্ধের পরিচয় পাই। এ গল্পে মাসি-পিসি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। নারী হয়েও তারা তরিতরকারির ব্যবসা শুরু করে। মানুষের কটাক্ষকে উপেক্ষা করে তারা গ্রাম থেকে তরিতরকারী কিনে তা শহরে বিক্রি করে। আর এর জন্য তাদেরকে নৌকাও চালাতে হয়। কেননা নৌকাই ছিল শহরে যাতায়াতের মাধ্যম। 'মাসি-পিসি' গল্পের ভাবে যেমন নারীর দায়িত্বশীলতা ও কঠোর জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে, উদ্দীপকের ভাবেও তা পরিদৃশ্যমান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের ভাবগত মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ পর্বত গৃহছাড়ি যবে নদী বাহিরায়

সিন্ধুর উদ্দেশ্যে

কার হেন সাধ্য যে রোধে তার গতি।

দানব নন্দিনী আমি রক্ষঃ কুলবধু

রাবণ স্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী

আমি কি ভরাই সখী ভিখারী রাঘবে।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, লক্ষ্মীপুর। এর নম্বর-৪]

ক. 'সালতি' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর সাহসী প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপক এবং 'মাসি-পিসি' গল্পে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সালতি' শব্দের অর্থ শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সবু ডোঙা।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা জগুর লোভী মানসিকতাকে বোঝানো হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আল্লাদির বাবা, মা ও ভাই মারা গেলে বাপের ঘরবাড়ি, জমিজমার মালিক হয় আল্লাদি। আল্লাদিকে ফিরিয়ে নিলে জগু তার জমিজমার মালিক হয়ে যাবে। হোক তা সামান্য কিন্তু বিনা পয়সায় বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পত্তি জগু হতছাড়া করতে চায় না। উল্লিখিত উক্তিটির মধ্য দিয়ে জগুর লোভী মানসিকতা প্রকাশ পায়।

গ. সাহসী ও সংগ্রামী মনোভাব প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদির মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। মাসি-পিসি তার আপনজন, সন্তানের মতোই স্নেহ করে তাকে। জীবনসংগ্রামে যেকোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তারা প্রস্তুত।

উদ্দীপকে সাহসী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। নদী ছুটে চলে নিরন্তর গতিতে সিন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। কেউ তাকে রুখতে পারে না। কুলবধু হওয়া সত্ত্বেও নারীও অদম্য বেগে চলতে পারে, প্রতিহত করতে পারে যেকোনো বাধাকে। 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসিও জীবনসংগ্রামে অবিচল সৈনিক। ঘরে-বাইরে সব কাজ তারা একাই সামলায়। সমাজের অশুভ শক্তির মোকাবেলা করে দৃঢ় হস্তে। তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিবৃপ বিশ্ব থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে। এদিকটি উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্পের সাথে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ. পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর সাহসী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির জীবনসংগ্রামের দিকটি লক্ষণীয়। আল্লাদি নামক তরুণীর মাসি ও পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা আল্লাদির অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে। তাছাড়া সমাজপতিদের নানা অত্যাচার থেকেও মাসি-পিসি আল্লাদিকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকে চলার পথে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার অভিপ্রায়ে নারীর সাহসী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। পর্বতের মতোই নিরন্তর গতিতে নারী এগিয়ে যাবে। অদম্য শক্তিতে সমস্ত প্রতিকূলতাকে নস্যাত করে দেবে। দানব নন্দিনীর মধ্য দিয়ে মূলত সমগ্র নারী সমাজের সাহসী জাগরণের আত্মনাই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির কর্মকাণ্ডে ও উদ্দীপকের ভাবে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করার দিকটি বিদ্যমান। মাসি-পিসি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিবৃপ বিশ্ব থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে। অত্যাচারী স্বামী এবং লালসা-উন্মত্ত জোতদার-দারোগা ও গুভা-বদমাশদের অক্রমণ থেকে আল্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে মাসি-পিসির দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধের দিক প্রতিফলিত হয়েছে। জীবিকা নির্বাহে তারা কঠোর সংগ্রাম করে। নারী হয়ে নৌকা চালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা করে। পুরুষ ছাড়াও যে সংসারের হাল ধরা যায়, প্রতিবাদী হওয়া যায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। এ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এদিকে উদ্দীপকের নারীটিকেও দেখা যায়, পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াভাল ভেঙে নদীর মতো অবাধে ছুটে চলার সাহস অর্জনকারী হিসেবে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

২০ বিধবা পরীবানুর সংসারে পনেরো বছরের একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। নিজের ও মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরীবানুকেই নিতে হয়। স্বামীর রেখে যাওয়া সামান্য জমিটুকুর দেখাশোনাও সে করে, পাড়ার বখাটেরা প্রায়ই তার মেয়েকে উত্ত্যক্ত করে। পরীবানু নীরবে তা সহ্য করে। কারণ এ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই রক্ষকের নামে ভক্ষক।

(আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. "নিজেকে আহ্লাদির ছ্যাঁচড়া নোংরা নর্দমার মতো লাগে"—
ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের পরীবানুর সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির
বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. "এ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই রক্ষকের নামে ভক্ষক"—
মন্তব্যটি 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'পাঁশুটে' শব্দের অর্থ ছাইবর্ণবিশিষ্ট।
খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দৃষ্টব্য।
গ. প্রতিবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের পরীবানু 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।
মাসি-পিসির সংগ্রামী জীবনে আহ্লাদিই একমাত্র ভরসা। নানা অভাব-অনটনের মধ্যেও তারা পিতৃমাতৃহীন আহ্লাদিকে আকড়ে রেখেছে। আহ্লাদির অত্যাচারী স্বামী আহ্লাদিকে নিয়ে যেতে চাইলে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সমাজের অনাচারের বিরুদ্ধে তারা বুখে দাঁড়ায়।
উদ্দীপকে বিধবা পরীবানুর চরিত্রে প্রতিবাদী মানসিকতা দেখা যায় না। তার অভাবের সংসার, তার ওপর পনেরো বছরের মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। শুধু এতেই শেষ নয়, সমাজের ঘৃণ্য মানসিকতার মানুষদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে তাকে নীরবে কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু এ নারী প্রতিবাদী হয়ে ওঠার সাহস পায় না। সমাজের ভণ্ড মানুষদের বিরুদ্ধে যে বুখে দাঁড়াতে সে সাহস পায় না। কিন্তু 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি চরিত্রে প্রতিবাদী চিত্র ফুটে উঠেছে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলেও মাসি-পিসি অন্যায় মেনে তাদের মেয়েকে ছাড়বে না। সুতরাং প্রতিবাদী মানসিকতাই গল্পের মাসি-পিসিকে পরীবানু থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের নারী হিসেবে তুলে ধরেছে।

- ঘ. 'এ সমাজের অধিকাংশ সমাজপতিই রক্ষকের নামে ভক্ষক'—
'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি ও পিসি দুজনই অসহায়। আহ্লাদিকে নিয়ে তাদের সংসার। আহ্লাদির মজল চিত্রায় তারা সদা সচেতন। স্বামীর অত্যাচার থেকে তাকে বাঁচালেও প্রতিবেশী জোতদার, চৌকিদার ও দুশ্চলোকের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে তাদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। মাসি-পিসির এ সংগ্রামশীলতার দিকটি উদ্দীপকের পরীবানুর মধ্যেও প্রতিভাত হয়।

উদ্দীপকের বিধবা পরীবানু তার পনেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে সদা সন্ত্রস্ত। পারিবারিক সকল কাজ করেও তাকে তটস্থ থাকতে হয় মেয়ের অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কারণ বখাটেরা প্রতিনিয়ত তাকে নানা ধরনের কটুক্তি করে। সমাজের কারো কাছেই সে প্রতিবাদ জানাতে পারে না। এখানে সমাজের রক্ষকদের ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির কারণেই অসহায় মানুষদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

যাদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় তারা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে কিংবা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় তবে সে সমাজে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের

সীমা থাকে না। 'মাসি-পিসি' গল্পে দেখা যায়, যে জোতদার, চৌকিদারের সমাজের কল্যাণে কাজ করা উচিত তারাই অসহায় মানুষদের বিব্রত করতে সদা তৎপর। আবার উদ্দীপকেও একই বিষয়ের অবতারণা দেখতে পাই। যেখানে অসহায়-বিধবা পরীবানুকে সুবিচার পাওয়ার প্রত্যাশা ত্যাগ করে নীরবে সকল অত্যাচার সহ্যে হয়। এ সকল দিক বিবেচনায় 'এ সমাজের অধিকাংশ সমাজপতিই রক্ষকের নামে ভক্ষক'— উক্তিটি 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ২১ আজ আমি তোমাদের একজন অনন্য সাহসী নারীর কথা বলব তার নাম জোয়ান অব আর্ক। সাহসী এ নারী একজন বীর সৈনিক। শতবর্ষব্যাপী ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে সৈনিক হিসেবে মাত্র ১৩ বছর বয়সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জন্মেছিলেন এক কৃষক পরিবারে। এ বীরাজনার অসামান্য সাহসিকতায় ফ্রান্সের সৈন্যরা অরল্যান্স যুদ্ধে জয় পায়।

(বেঙ্গল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. কে মাসি-পিসির অচেনা? ১
খ. শোন কানাই, এ কিন্তু একি নয়, মোটে— মাসি কেন এ কথা বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিকটি উদ্ভাসিত—ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের জোয়ান অব আর্ক এবং 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি কি এক? সত্যতা নিশ্চয় করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. কানাইয়ের সাথে আসা মাথায় লাল পাগড়ি আঁটা লোকটা মাসি-পিসির অচেনা।

- খ. কানাইয়ের অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব বোঝাতে মাসি আলোচ্য উক্তিটি করেন।

আহ্লাদির ওপর কুদৃষ্টি পড়ে গোকুলের। তাকে পাওয়ার জন্য সে দারোগা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কূটচক্রান্তে মেতে ওঠে। তারা চৌকিদার কানাইকে দিয়ে মাসি-পিসিকে রাতে কাছারিবাড়িতে ডেকে পাঠায়। কিন্তু আহ্লাদিকে একা ঘরে রেখে তারা যেতে চায় না। তখন কানাই রাগান্বিত হয়ে বলে ভালোয় ভালোয় না গেলে টেনে-ছিঁড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। তার এ অন্যায় আবদারে মাসি-পিসি ক্রোধে ফুঁসে ওঠে। তারা দা ও বটি উচিয়ে চৌকিদার কানাই ও তার দলবলকে পিছু হটতে বাধ্য করে। মাসি কানাইকে সতর্ক করে দেয় যে, তারা মোটেও তামাশা করছে না। নিজেরা মরলেও তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াবেই।

- গ. উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাহসিকতার দিকটি উদ্ভাসিত।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে। উদ্দীপকের জোয়ান অব আর্ক একজন নারী হয়েও অনন্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

উদ্দীপকে শতবর্ষব্যাপী ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধে সাহসী নারী জোয়ান অব আর্কের অনন্য সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সের পক্ষে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। এ বীরাজনার সুনিপুণ রণকৌশল ও অদম্য সাহসিকতায় ফ্রান্সের সৈন্যরা অরল্যান্স যুদ্ধে জয় পায়। 'মাসি-পিসি' গল্পেও আমরা বিধবা দুই নারীর সাহসিকতার পরিচয় পাই। প্রিয় আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য তারা সাহসী ও দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দেয়। গোকুল আহ্লাদিকে কাছারিবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করলে মাসি-পিসির সাহসী প্রতিরোধে তাদের কুমতলব ভঙুল হয়ে যায়। নারী হয়েও এমন সাহসী হয়ে ওঠার দিক উদ্দীপকেও উদ্ভাসিত হয়েছে।

২২ সাহসী মানসিকতার দিক দিয়ে মিল থাকলেও উদ্দীপকের জোয়ান অব আর্ক এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি পুরোপুরি এক নয়।

'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাহসী কর্মপ্রয়াস, বুদ্ধিমত্তা ও দায়িত্বশীলতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অনন্য করে তুলেছে। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মাসি-পিসির কর্মপ্রয়াস সত্যিই প্রশংসনীয়। উদ্দীপকের জোয়ান অব আর্কও সাহসিকতার পরিচয় দিলেও মাসি-পিসির জীবন-সংগ্রাম তার থেকে ভিন্ন।

উদ্দীপকে এক সাহসী নারীর অদম্য সাহসিকতা ও বীরত্বের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। শতবর্ষব্যাপী ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধে জোয়ান অব আর্ক নামের জনৈক নারী ফ্রান্সের পক্ষে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করেন। সে সময়ে তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। অথচ এই অল্পবয়সেই তিনি সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে যুদ্ধ করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে তোলেন। তার এ অসামান্য সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের কারণে ফ্রান্সের সৈন্যরা অরল্যান্স যুদ্ধে জয় পায়।

'মাসি-পিসি' গল্পে আমরা মাসি-পিসির জীবন-সংগ্রামের চিত্র দেখতে পাই। তাদেরকে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হয়। তাদের প্রত্যয় ও প্রচেষ্টা ছিল অসামান্য ও অপ্রতিরোধ্য। তারা আহ্লাদিকে অভিভাবকের মতো রক্ষা করেছিল। সমাজের বিরূপ পরিবেশ থেকে আহ্লাদিকে বাঁচাতে গিয়ে তারা অদম্য সাহস ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। উদ্দীপকের জোয়ান অব আর্কের মাঝে সাহসিকতা ও বীরত্ব ফুটে উঠলেও মাসি-পিসির মতো তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি, অভাব-অনটন, জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতির সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং বলা যায়, মানসিকতার দিক দিয়ে কিষ্কিৎ মিল থাকলেও জোয়ান অব আর্ক ও মাসি-পিসি পুরোপুরি এক নয়।

প্রশ্ন ২২ হারামন বিবি সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ঘরে ফিরেই এগারো বছরের একমাত্র মেয়ে বকুলকে নিয়ে মাস্টারের বাড়ি যায়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে আজ একটা স্বপ্ন— মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিজ পায়ে দাঁড় করাবে। চতুর্দিকে বখাটেদের উৎপাত, নিস্তার নেই তাদের হাত থেকে। তাইতো কাপড়ের আড়ালে ছোট ধারালো বটিটা নিতে কখনো ভোলে না সে।

- ক. কাটারির কোপে গলা কাটি দু'একটার— উক্তিটি কার? ১
খ. মাসি-পিসি খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে যাওয়ার সাহস পায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের হারামন বিবি এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্যময় দিকগুলো তুলে ধরো। ৩
ঘ. "হারামন বিবি ও 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি আর পিসি এরা সকলে হয়ে উঠতে পারে এ সমাজের লাক্ষিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস।"— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কাটারির কোপে গলা কাটি দু'একটার— উক্তিটি পিসির।

খ. আহ্লাদির নিরাপত্তার কথা ভেবে মাসি-পিসি তাকে ঘরে রেখে বাইরে কোথাও যাওয়ার সাহস পায় না।

স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আহ্লাদি বাবার বাড়ি চলে আসে এবং মাসি-পিসির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এখানেও তার নিরাপত্তা নেই। গ্রামের জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা-বদমাশদের লালসার দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। তাই খালি ঘরে আহ্লাদিকে রেখে কোথাও যাওয়ার সাহস তাদের হয় না। দুজনে মিলে কোথাও যেতে হলে আহ্লাদিকে তারা সাথে নিয়ে যায়।

গ. অন্যান্য-উৎপাতের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালনের দিক থেকে উদ্দীপকের হারামন বিবি 'মাসি-পিসি'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের সমাজে নারীরা নিরাপদ নয়। চারদিকে বখাটেদের উৎপাতে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে মা-বাবা শঙ্কিত থাকেন। বখাটেদের প্রতিরোধ করতে কিছু কিছু মা সাহসী ভূমিকা পালন করে অন্যদেরকেও সংঘবন্ধ করার চেষ্টা করেন। এমন চিত্র উদঘাটন করা হয়েছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়-নির্যাতিত আহ্লাদি। তাকে স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখার জন্য 'মাসি-পিসি' আহ্লাদিকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে আসেন। তবুও অত্যাচারী স্বামী ও লালসা-উন্মত্ত মানুষেরা আহ্লাদিকে জোর করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে 'মাসি-পিসি' বটি আর কাটারি হাতে নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেলে তারা পালিয়ে যায়। 'মাসি-পিসি'র চিৎকারে পাড়ার লোকেরাও ঐক্যবন্ধভাবে এগিয়ে আসে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য। উদ্দীপকেও হারামন বিবির এমন সাহসী ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সে স্বপ্ন দেখে তার মেয়ে বকুলকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার। কিন্তু চারদিকে বখাটেদের উৎপাত লেগেই আছে। মেয়েকে নিরাপদে রাখার জন্য হারামন বিবি কাপড়ের আড়ালে ধারালো একটা ছুরি রাখে। এতে বখাটেরা তার সামনে এগুবার সাহস পায়না। এভাবে সন্ত্রাস-অন্যায় প্রতিরোধে সাহসিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের হারামন বিবি 'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঘ. নারীরা সংঘবন্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে সমাজে লাক্ষিত নারীরা এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাবে।

সমাজে নারীরা নানাভাবে লাক্ষিত হচ্ছে। ইভটিজিং, যৌতুকপ্রথা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে ভেদাভেদ নারীদের কোণঠাসা করে রেখেছে। নারীরা যদি শিক্ষা-দীক্ষায় সচেতন হয়ে সংঘবন্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে তাহলে সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে। এমন ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পে গল্পকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী 'মাসি-পিসি'র চরিত্র অংকন করে নির্যাতিত নারীদের সাহসী করে তুলতে চেয়েছেন। উদ্দীপকেও হারামন বিবির চরিত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন থেকে অন্য নারীদেরকে সচেতন করে তুলেছে। সে লাক্ষিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস যুগিয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি অত্যাচারিত আহ্লাদিকে স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কাছে আশ্রয় দেয়। তারপরও অত্যাচারী স্বামী ও লালসা উন্মত্ত জোতদাররা জোর করে আহ্লাদিকে নিয়ে যেতে চাইলে মাসি-পিসি বটি আর কাটারি হাতে নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। উদ্দীপকেও হারামন বিবি তার মেয়েকে বখাটেদের হাত থেকে রক্ষার জন্য সবসময় সাথে রাখে ধারালো ছুরি। এ কারণে বখাটেরা তার সামনে এগুতে সাহস পায় না। হারামন বিবির মতো অন্যান্য নারীরাও সচেতন হয়ে ওঠে। প্রগোস্ত উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে বাস্তবিকই সঠিক ও যথার্থ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ২৩ বিধবা খোদেজার দুই সন্তান নিয়ে সংসার। কাঁথা সেলাই করে, বাঁশের ঝুড়ি বুনে, শাকপাতা বিক্রি করে জীবন চলে তার। চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে ঝি-এর কাজও করে সে। একদিন রাতে চৌকিদার এসে বলে চেয়ারম্যান সাহেব তলব করেছেন। খোদেজা বুঝতে পারে চৌকিদারের যোগসাজসে কিছু লম্পট আমার সর্বনাশ করতে চায়। খোদেজা সকালে দেখা করতে চাইলে চৌকিদারেরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করলে খোদেজা বটি নিয়ে বের হয়

[সরকারি যোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. আহ্লাদির স্বামীর নাম কী?

- খ. 'ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি'— এ উক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের খোদেজার জীবনের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে খোদেজার বেঁচে থাকার লড়াই 'মাসি-পিসি' গল্পের শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রতিরোধ ফুটিয়ে তোলে"— মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. আত্মাতির স্বামীর নাম জগু।

খ. 'ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি' বলতে শকুনদের কথা বলা হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে লেখক উল্লেখ করেছেন, শকুনরা উড়ে এসে বসে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি। এসব দৃশ্য যেন কখনও কখনও মানুষের জীবনের সাথেও মিলে যায়।

গ. আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদী চেতনার দিক দিয়ে উদ্দীপকের খোদেজার জীবনের সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি, বৈধবা নিয়ে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত দুই নারী। অনেকটা নিঃস্বতা তারা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন আত্মাদিকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ ও মরিয়া। অত্যাচারী স্বামী জগুর হাত থেকে আত্মাদিকে বাঁচাবার জন্য মাসি ও পিসি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও মানবিক ভূমিকা পালন করে। জগু ও কানাই ষড়যন্ত্র করে যখন আত্মাদিকে তুলে নেবার জন্য রাতের বেলা পুলিশ নিয়ে আসে, তখন মাসি ও পিসি প্রবল সাহসিকতায় বাঁচি ও কাটারি নিয়ে তেড়ে আসে। আর ডাকাডাকি করে আশেপাশের লোক জড়ো করে। কানাই ও পুলিশ সদস্যরা ভয়ে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকের খোদেজার দুই সন্তান নিয়ে সংসার। বিধবা খোদেজা কাঁথা সেলাই করে। বাঁশের ঝুড়ি বুনে, শাকপাতা বিক্রি করে কোনো মতে দিনাতিপাত করে। ঝি-এর কাজ করে চেয়ারম্যান বাড়িতে। এক রাতে চৌকিদার এসে বলে চেয়ারম্যান তাকে ডেকেছে। খোদেজা বুঝতে পারে তার সর্বনাশের পরিকল্পনা হচ্ছে। খোদেজা সকালে দেখা করতে চাইলে চৌকিদারেরা দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। খোদেজা তখন বাঁচি নিয়ে বের হয়। 'মাসি-পিসি' গল্পেও আমরা দেখি মাসি-পিসি কঠোর সাহসের সাথে সকালে দেখা করতে চাইলে কানাইরা কর্ণপাত করেনি। তখন মাসি ও পিসি বাঁচি ও কাটারি নিয়ে তেড়ে আসে এবং লোক জড়ো করে। তখন ওরা পালিয়ে যায়। তাই খোদেজার জীবনের সাথে মাসি-পিসির মিল রয়েছে।

ঘ. "উদ্দীপকের খোদেজার বেঁচে থাকার লড়াই 'মাসি-পিসি' গল্পের শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রতিরোধ ফুটিয়ে তোলে" মন্তব্যটি যথার্থ।

'মাসি-পিসি' গল্পের প্রধান উপজীব্য মাসি ও পিসির কঠোর জীবন-সংগ্রাম। মাসি-পিসি সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত। সমাজ জীবনে সহায়সম্মলহীন ও দুর্বল অবস্থানে থেকেও তারা অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বিপদগ্রস্ত আত্মাদিকে তারা আগলে রেখেছে। নারী হয়েও তারা নৌকা চালনা ও সবজির ব্যবসা করেছে। আত্মাদি ও নিজেদের সম্মান রক্ষায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। তাদের সাহসিকতার জন্য তারা জয়ী হয়েছে।

উদ্দীপকের খোদেজা এক বিধবা নারী। দুই সন্তানের জননী। কাঁথা সেলাই করে, বাঁশের ঝুড়ি বুনে, শাকপাতা বিক্রি করে তার জীবন চলে। ঝি-এর কাজ করে চেয়ারম্যানের বাড়িতে। চেয়ারম্যান তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য খোদেজাকে চৌকিদার দিয়ে ডেকে পাঠায়। খোদেজা তা বুঝতে পেরে সকালে দেখা করবে বলে জানিয়ে দেয়। চৌকিদাররা তার দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলে সে বাঁচি নিয়ে বের হয়।

'মাসি-পিসি' গল্পে আমরা লক্ষ করি সমাজের দুর্বল অবস্থানে থাকা নারীর সংগ্রাম। মাসি ও পিসির ভূমিকা তাদের উপেক্ষিত নারীর প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। মাসি-পিসি তাই আত্মাতির মতো বধুদের পাশে লৌহ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। তারা মূলত নারীর শ্রেণি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। সমাজের অবিবেচক লোভী স্বার্থহেবী ও পাষণ্ড পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। খোদেজাও তেমনি করে মাসি-পিসির মতো রক্তচক্ষুর ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের সম্মান-সম্মান নিজেই রক্ষা করেছে। তাই একথা অনস্বীকার্য যে, উদ্দীপকে খোদেজার বেঁচে থাকার লড়াই 'মাসি-পিসি' গল্পের শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রতিরোধ ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ২৪ একটি নারী— হতে পারে যে স্মৃতিকণা, লাভণ্য, জ্যোত্স্না অথবা অবুণিমা, কীইবা আসে তাতে, নারী সে, কেবলি নারী। জন্মাদ বাহিনীর পদচারণার চতুর্দিকে ঘিরে, ক্ষুধার্ত শকুনেরা উড়ে ফেরে যাকে ঘিরে মদের মোহে; শেষ দৃশ্য দেখবো এবার কীভাবে পিশাচেরা চোখ থেকে খুঁড়ে নিল তার হিরন্ময় স্বপ্ন, দগদগে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিল, লুট হলো তার শরীর ভরা সোনার ফসল আশার ক্যানভাসে। যৌতুকের ছোঁয়ায় বিক্ষত হলো এক নারী। লুট হলো তার শরীর ভরা সোনার ফসল।

(সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-১)

- ক. 'সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই।'— কথাটি কে বলে? ১
- খ. মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি।— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের মর্মার্থ 'মাসি-পিসি' গল্পের বক্তব্যের সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ— বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্য 'মাসি-পিসি' গল্পের আংশিক ডাবের প্রকাশ।— এ মন্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই'—কথাটি বলেছিল কৈলাশ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. নারীর দুঃখ গাথা বর্ণনায় উদ্দীপকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'মাসি-পিসি' গল্পে দুজন বিধবা নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তারা বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী। কিন্তু তাদের ঘিরে আছে সমাজের কিছু হিংস্র মানুষ, যারা প্রতিনিয়ত এ নারীদের আক্রমণ করতে চায়। নারী যেন তাদের কাছে লোভ-লালসা চরিতার্থ করার বস্তু।

উদ্দীপকের নারীদের আলোচ্য গল্পের মতোই দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকে নারীর চতুর্দিকে যেন জন্মাদ বাহিনী রয়েছে। তারা ক্ষুধার্ত শকুনের মতো নারীকে হরণ করতে ব্যস্ত। তারা কখনো নারীর স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার করছে। কখনো যৌতুকের দায়ে নারীর দেহ ক্ষত-বিক্ষত করছে। নারীর প্রতি এ ধরনের অবিচার 'মাসি-পিসি' গল্পেও দেখা যায়। উদ্দীপকে যেভাবে নারীকে হিংস্র মানুষ ঘিরে ধরেছে ঠিক একইভাবে গল্পের মাসি-পিসি, আত্মাদিকেও সামাজিক বঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে 'মাসি-পিসি' গল্পের নারী নির্যাতনের প্রতিরূপ। সুতরাং নারীর দুঃখগাথা তুলে ধরায় উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্প সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. কেবল নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা তুলে ধরে উদ্দীপকে 'মাসি-পিসি' গল্পের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়-সংগ্রামী নারীর জীবনকথা রচিত হয়েছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এ গল্পের নারী চরিত্র মাসি-পিসি ও আত্মাদি সমাজে টিকে থাকে। গল্পটিতে কিছু ঘৃণ্য চরিত্রের পুরুষকে দেখা যায়। যারা নারীকে শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে দেখে।

উদ্দীপকে শুধু নারীর প্রতি নির্যাতনের দিকটি দেখানো হয়েছে। নারী নির্যাতনের অন্যতম বিষয় হলো যৌতুকের লোভ। যৌতুকের কারণে নারীকে ছুরির আঘাতে জীবন দিতে হয়েছে। লাবণ্যময় নারীকে যেন শকুন ঘিরে রেখেছে। তারা প্রতিনিয়ত নারীর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করছে। যেমন লুট হয় সোনার ফসল, তেমনি নারীর জীবন লুট হচ্ছে।

উদ্দীপকের উল্লিখিত ধারণাগুলো 'মাসি-পিসি' গল্পের ঘৃণ্য-বিকৃত মানুষদের চরিত্রগুলোকে প্রতিনিধিত্ব করে— সমগ্র বিষয়বস্তুকে ধারণ করে না। কেননা আলোচ্য গল্পে এসব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দুর্ভিক্ষ পাড়ি দিয়ে নারী টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত গল্পের নারীকে চরম প্রতিবাদে লিপ্ত হতেও দেখা যায়, যা উদ্দীপকে নেই। সুতরাং উদ্দীপকটি গল্পের সমগ্র নয়, শুধু নারী নির্যাতন তুলে ধরেছে, যা 'মাসি-পিসি' গল্পের আংশিক চিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ২৫ পলাশ সাহেব গ্রামের একজন প্রভাবশালী মানুষ। তার চাতুরি-ছলনা আর কূটকৌশল গ্রামের সহজ সরল মানুষকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এখন দিনবদলের হাওয়া বইছে। নিপীড়িত মানুষ ন্যায়-বিচারহীন অসহায়দের অপমান মুখ বুজে সইছে না। তারা সজ্ঞবস্তাবে অনেক কিছু প্রতিবাদ করে এখন।

[সিলেট সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ প্রদত্ত নাম কী? ১
- খ. "ছল ছল চোখে একবার তাকায় আল্লাদির দিকে।" — ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের পলাশ সাহেব 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. 'মাসি-পিসি' গল্পে যে প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ প্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের পলাশ সাহেব 'মাসি-পিসি' গল্পের গোকুল চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'মাসি-পিসি' গল্পে গোকুলের দৃষ্টি ছিল আল্লাদির ওপর। ছলে-বলে-কৌশলে সে তাকে পেতে চায়। কিন্তু 'মাসি-পিসি' আল্লাদিকে সবসময় নিরাপত্তার বেষ্টিত রাখে। একদিন মাসি-পিসি সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করলে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোকুল রাতের বেলায় কানাই চৌকিদার ও তিনজন পেয়াদার সাহায্যে মাসি-পিসিকে কাছারি বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু মাসি-পিসি গোকুলের এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং আল্লাদিকে ঘরে একা রেখে কাছারি বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে। বেঁধে নিয়ে যেতে চাইলে তারা বটি আর কাটারি হাতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের পলাশ সাহেব গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ। সে সাধারণ মানুষকে চাতুরি-ছলনা আর কূটকৌশলের সাহায্যে প্রভাবিত করে। এ ধরনের প্রতারণা সে বহুবার করলেও বর্তমানে নিপীড়িত মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তারা এখন আর সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পলাশ সাহেব 'মাসি-পিসি' গল্পের গোকুল চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ. উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে উভয় স্থানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে আল্লাদিকে ঘিরে মাসি-পিসির জীবন পরিচালিত হয়। আল্লাদির মজল চিত্তাই মাসি-পিসির একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিবৃপ বিশ্ব থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। অত্যাচারী স্বামী এবং 'লালসা-উন্মত্ত জোতদার, দারোগা ও গুন্ডা-বদমাশদের আক্রমণ থেকে আল্লাদিকে নিরাপদ রাখতে এই দুই বিধবা এক দায়িত্বশীল ও মানবিক জীবনযুদ্ধ পরিচালিত করে।

উদ্দীপকেও আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদী সত্তার প্রকাশ দেখতে পাই। যে পলাশ সাহেব নিজের প্রভাব কাজে লাগিয়ে গ্রামের মানুষদের চাতুরি ছলনা আর কূটকৌশলের দ্বারা প্রভাবিত করে আসছিল। সেই তারই বিরুদ্ধে আজ নির্যাতিত মানুষরা একত্রিত হয়েছে। তারা আজ কোনো অন্যায় মাথা পেতে নিচ্ছে না বরং প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকে যে নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদী সত্তায় উত্তীর্ণ হতে দেখি তা 'মাসি-পিসি' গল্পেও বাস্তবরূপ লাভ করেছে। দিনবদল ঘটেছে। মানুষ আজ আর কোনো অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি নয়। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে শিখেছে। সুতরাং উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্প উভয় স্থানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ২৬ জুলেখা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। পনেরো বছরের একমাত্র সন্তান সোহনাকে নিয়ে তার ছোটো সংসার। জুলেখার এখন একটাই স্বপ্ন— মেয়েকে লেখাপড়া করিয়ে স্বাবলম্বী করানো। কিন্তু চতুর্দিকে বখাটেদের উৎপাত লেগেই আছে। তাই তো কাপড়ের আড়ালে ছোটো ধারালো ছুরিটা নিতে কখনো ভুলে না জুলেখা। এতে বখাটেরা আজকাল আর সামনে এগোচ্ছে না এবং অন্য নারীরাও এখন অনেক বেশি সচেতন। সংঘবন্দ জুলেখার এখন লালিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস।

[নেত্রকোণা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার'— 'মাসি-পিসি' গল্পে উক্তিটি কার? ১
- খ. 'ছাগলটা বেঁচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের জুলেখা কোন দিক দিয়ে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? কেন? ৩
- ঘ. 'সংঘবন্দ জুলেখার এখন লালিত নারীদের সাহস' উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার'—উক্তিটি চৌকিদার কানাইয়ের।

খ. আল্লাদির স্বামী জগুকে আদর-আপ্যায়ন প্রসঙ্গে পিসি আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে জগু অত্যাচারী। আল্লাদিকে অহেতুক মারধর করে। যার কারণে আল্লাদিকে 'মাসি-পিসি' নিজের কাছে নিয়ে আসে। স্বামীর বাড়ি যেতে দেয় না। জগুকে কয়েকবার ফিরিয়ে দিয়েছে। কৈলাশ আল্লাদিকে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলে মাসি-পিসি বাধা দিয়ে বলে, মেয়েকে কি পাঠাব 'পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে?' পিসি বলে জগু বারবার এলে আল্লাদিকে না দিলেও আমরা কি তাকে জামাই আদরে রাখিনি? 'ছাগল বেঁচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?' এভাবে জগুকে আপ্যায়নের বিষয়টি পিসির উক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

গ. অন্যায়-উৎপাতের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালনের দিক থেকে উদ্দীপকের জুলেখা 'মাসি-পিসি'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমাদের সমাজে নারীরা নিরাপদ নয়। চারদিকে বখাটেদের উৎপাতে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে মা-বাবা শঙ্কিত থাকেন। বখাটেদের প্রতিরোধ করতে কিছু কিছু মা সাহসী ভূমিকা পালন করে অন্যদেরকেও সংঘবন্দ করার চেষ্টা করেন। এমন চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়েছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পে অসহায়-নির্যাতিত আল্লাদি। তাকে স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখার জন্য 'মাসি-পিসি' আল্লাদিকে নিজেদের অশ্রয়ে নিয়ে আসেন। তবুও অত্যাচারী স্বামী ও লালসা-উন্মত্ত মানুষেরা আল্লাদিকে জোর করে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে 'মাসি-পিসি' বটি আর কাটারি হাতে প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেলে তারা পালিয়ে যায়। 'মাসি-পিসি'র চিৎকারে পাড়ার লোকেরাও ঐক্যবস্তাবে এগিয়ে আসে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য। উদ্দীপকেও জুলেখার এমন সাহসী ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বিধবা জুলেখা স্বপ্ন দেখে তার পনেরো বছরের মেয়ে সোহনাকে লেখাপড়া শিখিয়ে সাবলম্বী করার। কিন্তু চারদিকে বখাটেদের উৎপাত লেগেই আছে। মেয়েকে নিরাপদে রাখার জন্য জুলেখা কাপড়ের আড়ালে ধারালো একটা ছুরি রাখে। এতে বখাটেরা তার সামনে এগোনোর সাহস পায় না। এভাবে সন্ত্রাস-অন্যায় প্রতিরোধে সাহসিকতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের জুলেখা 'মাসি-পিসি' গল্পের 'মাসি-পিসি'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৫ নারীরা সংঘবন্দ্যভাবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে সমাজে লালিত নারীরা এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাবে।

সমাজে নারীরা নানাভাবে লালিত হচ্ছে। ইভটিজিং, যৌতুকপ্রথা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে ভেদাভেদ নারীদের কোণঠাসা করে রেখেছে। নারীরা যদি শিক্ষা-দীক্ষায় সচেতন হয়ে সংঘবন্দ্যভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাহলে সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে। এমন ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পে।

'মাসি-পিসি' গল্পে গল্পকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী 'মাসি-পিসি'র চরিত্র অঙ্কন করে নির্যাতিত নারীদের সাহসী করে তুলতে চেয়েছেন। উদ্দীপকেও জুলেখা চরিত্র অন্য নারীদেরকে সচেতন করে তুলেছে। সংঘবন্দ্য জুলেখারা লালিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস জুগিয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসি অত্যাচারিত আল্লাদিকে স্বামীর অত্যাচার থেকে বাচানোর জন্য তাদের কাছে আশ্রয় দেয়। তারপরও অত্যাচারী স্বামী ও লালসা-উন্মত্ত জোতদাররা জোর করে আল্লাদিকে নিয়ে যেতে চাইলে মাসি-পিসি বাঁটি আর কাটারি হাতে নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। উদ্দীপকেও জুলেখা তার মেয়েকে বখাটের হাত থেকে রক্ষার জন্য সবসময় সাথে রাখে ধারালো ছুরি। এ কারণে বখাটেরা তার সামনে এগোতে সাহস পায় না। জুলেখার মতো অন্য নারীরাও সচেতন হয়ে ওঠে। এভাবে 'সংঘবন্দ্য জুলেখারা এখন লালিত নারীদের সাহস'—উক্তিটি উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে বাস্তবিকই সঠিক ও যথার্থ হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-২৭ এইখানে তোর বু-জির কবর, পরীর মতন মেয়ে, বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের ঘরে বনিয়াদি ঘর পেয়ে এত আদরের বু-জিরে তাহারা ভালোবাসিতে না মোটে, হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোটে।

... ..

শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে, অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।

['কবর'- জসীমউদ্দীন] [দোয়াখলী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী? ১
- খ. 'শকুনরা উড়ে এসে বসেছে পাতা শূন্য শুকনো গাছটার'— উক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বু-জির ওপর নির্যাতনের সঙ্গে 'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদির ওপর নির্যাতনের তুলনা করো। ৩
- ঘ. 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী বরাবরই পুরুষের ঘৃণ্য মানসিকতার শিকার'— উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্প অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম 'অতসীমামী'।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা নির্যাতিত-অসহায় নারীর ওপর শকুনরূপী কিছু পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

পিতৃমাতৃহীন আল্লাদি স্বামীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে বিধবা মাসি ও পিসির আশ্রয়ে থাকে। সেখানেও সে বারবার জোতদার, দারোগা ও গুণ্ডা-বদমাশদের কুনজরে পড়ে। একদিকে স্বামীগৃহ থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে একশ্রেণির খারাপ পুরুষের কুদৃষ্টি আল্লাদির মতো অসহায় মেয়েটিকে যেন অস্থির করে তোলে। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এমন নেতিবাচক মনোভাবই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকের বু-জির ওপর চালানো নির্যাতনের চেয়ে 'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদির ওপর তার স্বামীর নির্যাতন প্রবল ছিল।

'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদি স্বামীগৃহে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে মাসি ও পিসির কাছে আশ্রিত। সে নির্যাতনে অসহ্য হয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। উদ্দীপকের বু-জি নির্যাতিত হলেও তা শুধু শ্বশুরবাড়ির লোকদের মুখের কটু কথার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল।

উদ্দীপকের বু-জির বিয়ে হয়েছিল বনেদি পরিবারে। সে দেখতে ছিল পরিচয় মতো সুন্দর। তাই কাজিদের মতো নামকরা ঘরে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে সে সুখের দেখা পায় না। তার শ্বশুর ছিল একটা কসাইয়ের মতো। শ্বশুরবাড়িতে বু-জি ছিল ভালোবাসা বঞ্চিত। হাতে না মারলেও কথা দিয়ে তাকে নির্যাতন করা হতো। এক শীতে শ্বশুরকে বুঝিয়ে তাকে বাপের বাড়িতে আনা হয়েছিল। বু-জির প্রতি শ্বশুরবাড়ির এমন নির্যাতনের চেয়ে 'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদির ওপর স্বামীর নির্যাতন ছিল অকল্পনীয়। আল্লাদি স্বামীর সংসারে ঠিক মতো পেটপূরে খেতে পারত না। যখন তখন তাকে মারধর করা হতো। তাকে কলকেপোড়া ছাঁকা দেয়া হতো। দিনরাত্রি খুঁটির সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে নির্যাতন করা হতো। স্বামীগৃহে এমন নির্যাতনের শিকার হয়ে আল্লাদিকে মাসি ও পিসির কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। উদ্দীপকের বু-জির ওপর চালানো নির্যাতন এতটা প্রকট মনে হয়নি।

ঘ. 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী বরাবরই পুরুষের ঘৃণ্য মানসিকতার শিকার'— উদ্দীপকে ও 'মাসি-পিসি' গল্পে এ উক্তির যথার্থতা প্রতিফলিত হয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে নারীদের ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঘৃণ্য মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। পুরুষদের তথাকথিত পৌরুষত্ব ও লালসার শিকার হলে নারীজীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়টিও গল্পে দৃশ্যমান। উদ্দীপকটিও একই বিষয়ের অবতারণা করে নারীদের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছে।

উদ্দীপকেও নারীদের প্রতি পুরুষের কর্তৃত্ব জাহিরের প্রমাণ ফুটে উঠেছে। ছোটো বোনকে বু-জির কবর দেখিয়ে, তার ওপর স্বামীগৃহে চালানো নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি দেখতে পরিচয় মতো ছিল বিধায় তাকে কাজিবাড়ির মতো বনেদি ঘর দেখে বিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সেখানে তার ওপর চলে প্রচণ্ড মানসিক নির্যাতন। তাকে হাতে না মারলেও মুখের ভাষায় ক্ষত-বিক্ষত করা হতো। শ্বশুর লোকটিও ছিল কসাই-চামারের মতো। বু-জিকে বাপের বাড়ি যেতে পর্যন্ত তিনি দিতে চাইতেন না। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক মনোভাবই এর অন্যতম কারণ।

'মাসি-পিসি' গল্পে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঘৃণ্য মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমাজে নারীদেরকে দুর্বল ভেবে পুরুষরা হরহামেশাই তাদের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালায়। তখন কোমল নারী তার স্বকীয়তা হারিয়ে জীবন সংকটে ভোগে। নারীর কাছে তখন মনে হয় জন্মই তার যেন আজন্ম পাপ। বিশেষ করে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে নারীর প্রতি যে নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্ব জাহিরেরই ফল। পুরুষরা মনে করে তারা নারীর শাসক। আলোচ্য গল্পে আল্লাদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই ঘৃণ্য হামলার শিকার। পিতৃমাতৃহীন আল্লাদিকে স্বামী উঠতে বসতে নির্যাতন করে। তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেই কেবল ক্ষান্ত হয় না, পেটপূরে খেতেও পর্যন্ত দেয় না। বাচার তাগিদে বিধবা মাসি ও পিসির কাছে সে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কালো ছোবলে সে শক্তিকৃত হয়। দারোগা, জোতদার, গুণ্ডা-বদমাশদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে আল্লাদির ওপর। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এমন মানসিকতার শিকার হয়ে আল্লাদি ও বু-জির মতো নারীরা পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২৮ দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিধবা জুলেখা অতি কষ্টে সংসার চালায়। শ্বশুর বাড়ির লোকের অত্যাচারে স্বামীর ভিটে ছেড়ে চেয়ারম্যানের দেওয়া খাস জমিতে বাস করে। কাঁথা সেলাই ও ঝি-এর কাজ করে, মাঝে মাঝে খেত মজুরিও করতে হয়। এক রাতে চৌকিদার এসে বলে, চেয়ারম্যান সাহেব তাকে ডাকছেন। জুলেখা যেতে না চাইলে চৌকিদার জোর করে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। জুলেখা বাঁটি দিয়ে চৌকিদারকে কুপিয়ে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা শাখা। প্রশ্ন নম্বর-২/]

- ক. আল্লাদিকে শ্বশুরঘরে পাঠানোর কথা বলেছে কে? ১
- খ. 'কাঁথা কল্লটি চুবিয়ে রাখি জলে কী জানি কী হয়'— এখানে কী বুঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের জুলেখার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের জুলেখার জীবনসংগ্রাম 'মাসি-পিসি' গল্পের শ্রেণি সংগ্রাম আর প্রতিরোধকে চিত্রিত করেছে।' বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কৈলাস আল্লাদিকে স্বশুরঘরে পাঠানোর কথা বলেছেন।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিতে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মাসি-পিসির প্রস্তুতির দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে রাতের বেলা দুচরিত্র গোকুল আল্লাদিকে তুলে দিতে কয়েকজন গুণ্ডা পাঠায়। কিন্তু মাসি-পিসি দা-বাঁটি হাতে তুলে নিয়ে প্রতিবেশীদের সহায়তায় গুণ্ডা-বদমাশদের তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ কুচক্রীরা রাতে আবার আক্রমণ চালাতে পারে, আগুন দিতে পারে বলে— এ আশঙ্কায় মাসি-পিসি নিরাপত্তার জন্য আগুন থেকে বাঁচতে কাঁথা কবল চুবিয়ে রাখে জলে।

গ. সংগ্রামী মনোভাবের দিক দিয়ে উদ্দীপকের জুলেখার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্য রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পে আল্লাদি স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাসি-পিসির অশ্রয়ে চলে আসে। জীবনসংগ্রামে আল্লাদিকে নিয়ে টিকে থাকার জন্য গ্রাম থেকে তরিতরকারি শহরে নিয়ে বিক্রয় করে মাসি-পিসি। মাসি-পিসি আল্লাদিকে সন্তানের মতো আগলে রাখলেও দুচরিত্র গোকুলের নজর পড়ে তার উপর। তাকে তুলে আনতে গোকুল গুণ্ডা পাঠায় কিন্তু মাসি-পিসির সংগ্রামী প্রতিরোধে আল্লাদি রক্ষা পায়।

উদ্দীপকের বিধবা জুলেখা দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য কাঁথা সেলাই, ঝি-এর কাজ ও খেতে কাজ করে। কিন্তু গ্রামের দুচরিত্র চৌকিদার তার উপর নজর দিলে চৌকিদারকে কুপিয়ে সে পালিয়ে যায়। একইভাবে 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসিও জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দেয়। তাই বলা যায়, সংগ্রামী মনোভাবের দিক দিয়ে জুলেখার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের জুলেখার জীবনসংগ্রাম 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রাম ও প্রতিরোধকে চিত্রিত করেছে। কেননা জুলেখা ও মাসি-পিসি উভয়ই সংগ্রামী প্রতীক।

মাসি-পিসি আল্লাদিকে নিয়ে কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে থাকে। তরকারি বিক্রির মধ্যে দিয়ে অর্থ উপার্জন করার জন্য তাদের নৌকা চালিয়ে শহরে যেতে হতো। বয়সের ভার থাকলেও কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। দুচরিত্র গোকুলের আল্লাদির উপর খারাপ নজর পড়ে। গোকুলের নজর থেকে আল্লাদিকে রক্ষা করার জন্য মাসি-পিসি সশস্ত্র রূপ ধারণ করে তাকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকের বিধবা জুলেখাও কঠিন জীবন-সংগ্রামের মাধ্যমে দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন পার করছিল। কুপ্রস্তাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অস্ত্র দিয়ে চৌকিদারকে কুপিয়ে পালিয়ে যায়। 'মাসি-পিসি' গল্পে মাসি-পিসিও এমন জীবন সংগ্রামের পরিচয় দেয়।

উদ্দীপকের জুলেখা এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি এরা উভয়ই জীবনধারণ করার জন্য কঠিন জীবনসংগ্রাম করেছে। অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে জুলেখার ন্যায় মাসি-পিসিও সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জুলেখার জীবনসংগ্রাম 'মাসি-পিসি' গল্পের শ্রেণিসংগ্রাম আর প্রতিরোধকে চিত্রিত করেছে।

প্রশ্ন ২৯ আলিফ-মিমকে নিয়ে স্বামী পরিত্যক্ত আম্বুলি বেগমের সংগ্রাম চলছে প্রায় এক যুগ। আবার বিয়ে করার কোনো আগ্রহবোধ করেনি, তবে প্রয়োজন অনুভব করেছে বারকয়েক; যখন মাতালরা রাস্তাঘাটে অথবা রাতের আধারে ঘরের চালে ঢিল পেড়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে পাড়ি জমায়। সে প্রমাণ করতে চায় পুরুষ ছাড়াও বাঁচা যায়। ছেলেটা সিএনজি অটোরিকশা চালায়, মেয়েটি অস্টম শ্রেণিতে পড়ে। আম্বুলির স্বপ্ন ছেলেকে বিয়ে দেবে আর মেয়েকে আরও পড়াবে।

(কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রশ্ন নম্বর-৪)

ক. শকুনরা উড়ে এসে কোথায় বসেছে? ১

খ. আল্লাদি কেন স্বামীর ঘরে যেতে চায় না? ২

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'মাসি-পিসি' গল্পের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক? আলোচনা করো। ৩

ঘ. আম্বুলির জীবনসংগ্রামের চিত্র 'মাসি-পিসি' গল্প অবলম্বনে বর্ণনা করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শকুনরা উড়ে এসে পাতাশূন্য শকুনো গাছে বসেছে।

খ. স্বামীর অত্যাচারের ভয়ে আল্লাদি স্বামীর ঘরে যেতে চায়না।

আল্লাদির স্বামী জগু একজন অত্যাচারী পুরুষ। সে তার স্ত্রীকে নানারকম অত্যাচার করে। স্বশুরবাড়িতে থাকলে আল্লাদির খাবারের বদলে জোটে লাখি-ঝাঁটা। জগু তাকে কলকে পোড়া ছাঁকা দেয়। কখনো কখনো তার খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে হয় সারাদিন, সারারাত। এইরকম ভয়ঙ্কর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের ভয়েই আল্লাদি স্বামীর ঘরে যেতে চায়না।

গ. উদ্দীপকের আম্বুলি বেগমের অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের দিকটির সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

'মাসি-পিসি' গল্পটি স্বামীর নির্যাতনের শিকার আল্লাদির মাসি-পিসির জীবনসংগ্রামের গল্প। তারা নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার সাথে আল্লাদিকে রক্ষা করার আশ্রয় চেষ্টা করেন। জীবনে কঠিন সংগ্রাম, নিরন্তর পরিশ্রম দিয়ে তারা টিকে থাকতে চেষ্টা করেন।

উদ্দীপকে স্বামী পরিত্যক্ত সংগ্রামী এক নারীর কথা বলা হয়েছে। সে দুই সন্তানের জননী। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সে শহরে পাড়ি জমায়। নিজের পুনরায় বিয়ে করার প্রয়োজনীয়তাকে পেছনে ফেলে একা একা জীবনের লড়াই সে চালিয়ে গেছে। তার জীবনের সব স্বপ্ন ও সুখ তার দুই সন্তানকে ঘিরে। উদ্দীপক ও গল্প উভয়ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে নারীর জীবনসংগ্রামের কঠিন পথের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শত প্রতিকূলতা জয় করে টিকে থাকার ব্যাপারটিতেই দুই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

ঘ. আম্বুলির জীবনসংগ্রামের চিত্র গল্পের মাসি ও পিসি চরিত্রের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।

'মাসি-পিসি' গল্পে দুটি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজে অভিভাবকহীন দুজন নারীর টিকে থাকার লড়াই নিয়ে বলা হয়েছে। গল্পে এই দুই নারী স্বামীর অত্যাচারে বাপের বাড়ি ফিরে আসা আল্লাদির দেখভাল করে। জীবনে টিকে থাকতে এবং আল্লাদিকে রক্ষা করতে তাদের সংগ্রাম চিত্রই ফুটে উঠেছে গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

উদ্দীপকের আম্বুলি বেগম স্বামী পরিত্যক্ত। নিজের ও দুই সন্তানের দেখভালের জন্য প্রায় একযুগ ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে সে। সমাজে একা নারীর বিপদের শেষ নেই। তবু সে পিছপা হয় না। দুই সন্তানকে নিয়ে সে পাড়ি জমায় শহরে। ছেলেমেয়ে দুজনকে সুন্দর একটি জীবন দেয়ার চেষ্টায় সে নিরন্তর সংগ্রাম করে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আম্বুলির জীবনসংগ্রাম ও গল্পের মাসি-পিসির জীবনসংগ্রাম যেন একই মুদ্রার দুইপিঠ। একা নারী হয়ে আম্বুলির যেসব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়, গল্পেও মাসি-পিসি আল্লাদিকে নিয়ে সেসবের মুখোমুখি হয়। আল্লাদিকে নিয়ে দুই নারী যেভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়, উদ্দীপকেও আম্বুলি বেগম তার দুই সন্তানের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আম্বুলির জীবনসংগ্রামের চিত্র এভাবেই গল্পে ফুটে ওঠে ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে।

বংলা প্রথম পত্র

মাসি-পিসি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প

কোনটি? (জ্ঞান) [সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ]

- (ক) টিকটিকি (খ) সরীসৃপ
(গ) অতসীমামী (ঘ) হলুদপোড়া

১০৬. 'পুতুল নাচের ইতিকথা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কোন ধরনের রচনা? (জ্ঞান)

- (ক) নাটক (খ) উপন্যাস
(গ) পালাগান (ঘ) ছোটগল্প

১০৭. 'সালতি' কী? (জ্ঞান) [ঢাকা সিটি কলেজ : বাংলাকাঠি

সরকারি কলেজ]

- (ক) সেগুন কাঠে নির্মিত নৌকা
(খ) গর্জন কাঠে নির্মিত নৌকা
(গ) মেহগনি কাঠে নির্মিত নৌকা
(ঘ) তাল কাঠে নির্মিত ডোঙা

১০৮. '... রাখো রাখো। খপর আছে শূনে যাও'—

উক্তি কার? (জ্ঞান) [সরকারি গ্রীনগার কলেজ, মুন্সীগঞ্জ; দেবিন্দ্র এসএ সরকারি কলেজ, কুমিল্লা]

- (ক) বৃন্দ লোকটির (খ) জগুর
(গ) কানাইয়ের (ঘ) কৈলাশের

১০৯. বজ্রাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো!— কার

উক্তি? (জ্ঞান) [হসি ল্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর]

- (ক) মাসির (খ) পিসির
(গ) বুড়ো রহমানের (ঘ) জগুর

১১০. 'রফিক মিয়ার মেয়ে স্বপ্নবাজিতে নির্বাসিত হয়ে

মারা গেছে'— রফিক মিয়ার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের কার মিল রয়েছে? (জ্ঞান)

- (ক) জগুর (খ) কৈলাশের
(গ) দারোয়ানের (ঘ) রহমানের

১১১. 'জেল হয়ে যাবে তোমাদের'— উক্তিটিতে কী

প্রকাশ পেয়েছে? (অনুধাবন)

- (ক) আশঙ্কা (খ) দুঃখ
(গ) ঘৃণা (ঘ) আনন্দ

১১২. মাসি-পিসির সমস্ত মন জুড়ে কীসের ভাবনা রয়েছে?

(জ্ঞান) [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

- (ক) ব্যবসার ভাবনা
(খ) নতুন সংসারের ভাবনা
(গ) আহ্লাদিকে রক্ষার ভাবনা
(ঘ) পালিয়ে যাবার

১১৩. 'মাসি-পিসি' গল্পের খলনায়ক কে? (উচ্চতর দক্ষতা)

[আব্দুল হাই সিটি কলেজ, নড়াইল]

- (ক) কর্তাবাবু (খ) কৈলাশ
(গ) রহমান (ঘ) গোকুল

১১৪. খারাপ লোক হলেও জগু বাড়িতে এলে মাসি-পিসির

আদর করার কারণ কী? (অনুধাবন) [নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পার্বনিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- (ক) ন্যায়বোধ (খ) নমনীয়তা
(গ) সামাজিকতা (ঘ) পুরুষতান্ত্রিকতা

১১৫. মাসি যখন বটি নিয়ে আসে তখন পিসির হাতে

কী ছিল? (জ্ঞান) [সরকারি হরশমণ্ডা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]

- (ক) রামদা (খ) ছুরি
(গ) লাঠি (ঘ) কাটারি

১১৬. পাড়ার লোক ছুটে এলে মাসি-পিসি কার কার

চৌদ্দপুরুষ উদ্ভার করতে সাহস পায়? (জ্ঞান) [বগের

সরকারি মহিলা কলেজ]

- (ক) গোকুল ও কৈলাশের
(খ) গোকুল ও দারোগাবাবুর
(গ) দারোগাবাবু ও জগুর
(ঘ) জগু ও কৈলাশের

১১৭. 'মাসি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কত

খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান) [অকিঞ্চ কলেজিয়েট স্কুল, নান্দারগ, যশোর]

- (ক) ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে

উদ্দীপকটি ঋড়ে ১১৮ ও ১১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মরিয়মকে তার স্বামী মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। পরে আবার মরিয়মকে নিতে চাইলে মরিয়মের মা তাকে স্বামীর বাড়ি পাঠায়।

১১৮. মাসি-পিসি যুগ্মের আয়োজন করে যে কারণে—

(অনুধাবন) [নড়াইল সরকারি মহিলা কলেজ]

- i. আত্মরক্ষার্থে
ii. প্রতিরোধ করতে
iii. জমি রক্ষার্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৯. মরিয়মের মা ও মাসি-পিসির ক্ষেত্রে বলা যায়—

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. এরা আপনজনের ভালো চায়.
ii. অসহায় হওয়ায় আপোষ করে
iii. পুরুষের শত অপরাধ ক্ষমা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২০. 'মাসি-পিসি' গল্প ও উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে—

(উচ্চতর দক্ষতা)

- i. নারীর লাঞ্ছনার চিত্র
ii. তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা
iii. প্রান্তিক জীবনের অসহায়তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২১ ও ১২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঘরে পুরুষ মানুষ নাই। বিধবা রমলা ও তার মেয়ে কমলা। এক রাতে ভাকাত আসে। কমলার জীবনে ঘটে বড় সর্বনাশ।

১২১. উদ্দীপকের কমলার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই আছে? (প্রয়োগ)

- (ক) মাসির (খ) পিসির
(গ) কানুর মায়ের (ঘ) আল্লাদির

১২২. 'মাসি-পিসি' গল্পের আল্লাদি ও উদ্দীপকের কমলার ক্ষেত্রে বলা যায়— (প্রয়োগ)

- i. দুজনেই অসহায়
ii. কমলা আল্লাদির চেয়ে বেশি দুঃখী
iii. এরা দুজনেই সুখী

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৩ ও ১২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাথিকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল তার স্বামী সাদিক। সাথি মায়ের কাছে চলে এলো একেবারে। দুদিন পরে সাদিক স্বশুরবাড়ি এলে সাথির মা সাদিককে জামাই আদর করলো।

১২৩. উদ্দীপকের সাদিক 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন

বাস্তবতাকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

- (ক) স্ত্রী নির্যাতন (খ) মন্যপ
(গ) সন্তান বাৎসল্য (ঘ) সাহসী ভূমিকা

১২৪. উদ্দীপকের মরিয়মের মা 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন দিককে ধারণ করে? (প্রয়োগ)

- (ক) দারিদ্র্য (খ) জামাই আদর
(গ) দুর্ভিক্ষ (ঘ) দাম্পত্য সংকট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৫ ও ১২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আবুল বউকে মেরে শান্তি পায়। পাশবিক নির্যাতনে তার বউ অবশেষে আত্মহত্যা করে। আবুল পুনরায় বিয়ে করে এবং আবারও স্ত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে।

১২৫. উদ্দীপক ও 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি? (প্রয়োগ)

- (ক) নারী নির্যাতন
(খ) পুরুষের আধিপত্যবাদী মনোভাব
(গ) নারীর অসহায়তা
(ঘ) উগ্রতা

১২৬. উদ্দীপকের আবুল 'মাসি-পিসি' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)

- (ক) জগু (খ) কৈলেশ
(গ) কানাই (ঘ) গোকুল